বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বুরো বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

BURO
Bangladesh

সূচী

০৪ চেয়ারপার্সনের শুভেচ্ছা

০৫ নির্বাহী পরিচালকের বার্তা

০৬ ক্রম ধারাবাহিক তথ্য চিত্র ১৯৯১-২০১৮

০৮ টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশ

১৩ এক নজরে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী খাত

১৮ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২৬ আমাদের ভিশন ও মিশন

৩২ স্বীকৃতি

৩৪ সুশাসন কাঠামো

৪০ পলিসি বিষয়ক কার্যকরী বিষয়সমূহ

৪৬ দরিদ্রদের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স

৬২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৬৪
মানব সম্পদ উন্নয়ন

৬৬
নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

৬৮
ব্যবসা বিষয়ক আর্থিক সাক্ষরতা প্রকল্প

৭০
বুরো ক্রাফট

৭২
বুরো হেলথ কেয়ার

৭৩
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

৭৪
প্রত্যয়: বুরো বাংলাদেশের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

৭৫
ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

৭৭
বুরো বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ

৮০
এক নজরে
বিগত পাঁচ বছরের চিত্র

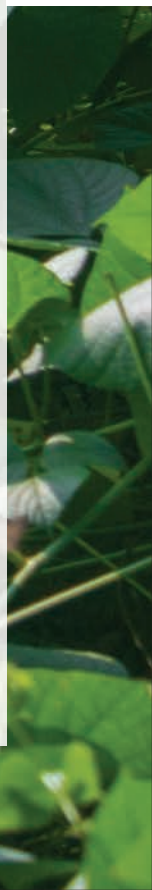

চেয়ারপার্সনের শুভেচ্ছা

এটা ভেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ১৯৯০ সালে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বুরো বাংলাদেশ। প্রথম থেকেই এ সংস্থাটির পেছনে উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন, শ্রম, গতিশীলতা এবং আত্মনিবেদন নিয়োজিত ছিল। জন্মলগ্ন থেকে বুরো এই দেশের দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদামাফিক সামাজিক ও আর্থিক সেবা প্রদান করে চলেছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিতভাবে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বুরো বাংলাদেশ ইতোমধ্যে লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি নিজেও একটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কয়েক সহস্র দক্ষ কর্মীসহ সাংগঠনিকভাবে সুবিন্যস্ত এই সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছে গভর্নিং বডি, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অঙ্গীকার, ত্যাগ এবং শ্রম।

বর্তমানে বুরো মাইক্রোফিন্যান্স শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দ্রুততর সময়ের মধ্যে বুরোর প্রবৃদ্ধির মৌলিক কারণ কাঠামোগতভাবে এটি সামাজিক সম্পদ বা স্যোশাল ক্যাপিটালে পরিণত হয়ে উঠতে পেরেছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন হিসেবে বুরোর আজকের এই অগ্রযাত্রায় নেপথ্যে থেকে ভূমিকা রাখতে পেরেছি ভেবে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি।

কর্মসূচী পরিচালনায় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে সার্বিক অবকাঠামোগত টেকসই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মীদের মধ্যে মতামতের স্বাভাবিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সুযোগ্য নেতৃত্ব সবসময়ই সচেষ্ট থেকে উদ্ভুত যে কোন মতভিন্নতায় সমন্বয় সাধনে সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এতে করে সংস্থার লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য কর্মীদের মধ্যে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে সার্বিক অবকাঠামোগত টেকসই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মীদের মধ্যে মতামতের স্বাভাবিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সুযোগ্য নেতৃত্ব সবসময়ই সচেষ্ট থেকে উদ্ভুত যে কোন মতভিন্নতায় সমন্বয় সাধনে সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে

দেশে-বিদেশে আমাদের অংশীজনদের সকলেই পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, এজন্য তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আগামীতে বুরো'র অগ্রযাত্রায় আমার সর্বাত্মক শুভকামনা অব্যাহত থাকবে।

সুখেন্দ্র কুমার সরকার
চেয়ারপার্সন, গভর্ণিং বডি

নির্বাহী পরিচালকের বার্তা

ক্রমসম্প্রসারণশীলতা এবং স্বয়ম্ভরতার প্রেক্ষাপটে বুরো বাংলাদেশের জন্য বিগত বছরটি ছিল অন্যতম একটি সাফল্যের বছর। সবাইকে সাথে নিয়ে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বুরোকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আনতে পেরে আমি আনন্দিত।

বুরো'র মানব সম্পদ গড়ে উঠেছে বহুমুখী চিন্তাধারা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়োজিত বুরো'র কর্মীবৃন্দ সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে। সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের সংকল্প হলো– নবধারার আর্থিক ও সামাজিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আপোষ না করা। কালপরিক্রমায় লব্ধ অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং জ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমন্বয় সাধনের ফলে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য সুফল সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের সামাজিক অবস্থা এবং আর্থিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে বুরো বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে, যার মধ্যে রয়েছে: মানুষর দোরগোড়ায় সহজ ঋণ সুবিধা, রেমিট্যান্স সেবা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা, ফিন্যানসিয়াল লিটারেসী, স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, বুরো ক্র্যাফটের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষাবৃত্তি, অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

বুরো'র কর্ম তৎপরতা এবং পরিচালনাগত কৌশলের মধ্যে নৈপুণ্য, চমৎকারিত্ব, নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতা জড়িয়ে রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় বুরো অর্থনৈতিক বাজারে চলতি নতুন উন্নয়ন ধারার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত করেছে, এর ফলে সংগঠনে সময়োপযোগী কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ভিত আরো মজবুত হয়েছে। স্বপ্ন পূরণের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি - এই উপলব্ধি প্রধান নির্বাহী হিসাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করছে।

বুরোর কর্ম তৎপরতা এবং পরিচালনাগত কৌশলের মধ্যে নৈপুণ্য, চমৎকারিত্ব, নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতা জড়িয়ে রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় বুরো অর্থনৈতিক বাজারে চলতি নতুন উন্নয়ন ধারার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত করেছে; এর ফলে সংগঠনে সময়োপযোগী কাংখিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ভিত আরো মজবুত হয়েছে

সফলভাবে বিভিন্ন কর্মসম্পাদন এবং এর গুণগত মান পরিমাপের বিভিন্ন সূচক দেখে এটা প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই স্বয়ম্ভরতার ক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সংক্ষেপে শুধু দুটো সূচকের কথা উল্লেখ করতে পারি - এবছর বুরো ১৪৫% পরিচালনাগত এবং ১৪৩% আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে।

বর্তমানের মত আগামী দিনগুলোতেও সকল অংশীজন এবং কর্মীবৃন্দ বুরোকে আরো বৃহত্তর পরিসরে স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্ভব সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করবেন সেই প্রত্যাশা ব্যাক্ত করছি। সহকর্মী এবং অংশীজন যারা আমাদের প্রতি অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং আস্থা জ্ঞাপন করে চলেছেন, তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

ক্রম ধারাবাহিক তথ্য চিত্র ১৯৯১-২০১৮

সাল	শাখা সংখ্যা	জেলা সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা মিলিয়নে)	ঋণ স্থিতি (টাকা মিলিয়নে)
১৯৯১	৫	১	১,৮০০	৭৯	১.০৬	০.৫৫
১৯৯২	১০	১	৭,০৫৫	১১৩	১.৫৭	১.২৯
১৯৯৩	১০	১	৭,০৫৫	৯৫	২.২৩	৪.৫০
১৯৯৪	১৬	১	৮,৫১১	১৪০	৩.৫৪	৭.৭৮
১৯৯৫	২০	১	২০,৯২৪	১৯৮	৬.৫১	২০.৪২
১৯৯৬	৩০	২	৩২,৭৪৪	৩১২	১২.৭৬	৩০.৮৭
১৯৯৭	৪০	৫	৪৫,০০৩	৪২৪	২৬.৬৮	৬৫.৯৬
১৯৯৮	৪১	৫	৭১,৪৭৯	৪৪৮	২৭.০১	১৭৩.৭০
১৯৯৯	৪১	৫	৬৭,৩৫৭	৫১৩	৪৫.১৬	১৭০.২৯
২০০০	৫১	৮	৭৩,২৬৫	৬১৩	৫৮.৩৯	২১৩.১৫
২০০১	৫৬	৯	৯৬,৫৩৭	৬৬০	৮৯.৩২	২৮৯.৭৯
২০০২	৬৭	১১	১২৪,৪৪৬	৭৭৮	১৩৮.২৯	৪০২.৯৩
২০০৩	৮৩	১৮	১৮৪,৬০৯	১,০২০	২২৩.৬২	৫৪৭.৭৯
২০০৪	৯০	২০	২২১,৩৬৬	১,০৭১	৩০৮.৩০	৭৫০.৬০
২০০৫	১১০	২১	২৭৩,২৮৬	১,২৬৫	৪৬৪.৫৫	১,১৫৯.০৩
২০০৬	১৭৩	৩২	৩৩১,৩২৯	২,০৬৯	৬৭৯.০২	১,৫৬৪.৮৫
২০০৭	২৩০	৩৮	৩৭৬,৭১০	২,৫৩৭	৮২১.৯৬	১,৯৪৩.৮৪
২০০৭-০৮	২৯৪	৪৩	৪৭২,৯৮৪	২,৯২৩	৯১৭.৫৩	২,২৭৯.৯০
২০০৮-০৯	৩৯৫	৫০	৬৭২,৪৬৭	৩,৭১৮	১,৩০৯.৭৫	৩,২৫১.৩৩
২০০৯-১০	৫০৬	৫৬	৮৭৩,৭১৫	৫,৬৩৪	১,৭২৬.৭৮	৪,৫৯৪.২৯
২০১০-১১	৬২৮	৫৭	১,০২৯,৩৪৩	৫,৩৭৯	২,৩২১.৫০	৫,৬০০.০৭
২০১১-১২	৬২৯	৫৭	১,০৮২,৭৮৯	৫,৪৪৭	২,৮০৪.০১	৬,৮৮৪.৪৩
২০১২-১৩	৬৩৪	৬১	১,১০৪,৭১৭	৫,৪১৭	৩,৭১৫.৬৮	১২,৯৯৯.৫৮
২০১৩-১৪	৬৩৪	৬১	১,০৫৩,০৩৫	৫,৫৬৯	৪,৪৮৭.০১	১৩,৭২৪.৫১
২০১৪-১৫	৬৪০	৬১	১,২৬৯,৪১১	৫,৭৩৬	৫,৬৯৫.৬০	১৬,৪৬৫.৯৪
২০১৫-১৬	৬৪৮	৬৪	১,৩৫৬,৫৭২	৬,১৭৯	৭,৬৯১.২৮	২৪,৪৩৩.১৮
২০১৬-১৭	৭১২	৬৪	১,৪৪৯,০৮৫	৬,৭২৬	১০,৩৩০.৫১	৩২,৭৭৮.৭৪
২০১৭-১৮	৮০২	৬৪	১,৫১২,৪৮৯	৭,৪৬৪	১২,৬৪৯.২৪	৩৯,০৪০.৬৬
২০১৮-১৯	১,০২৭	৬৪	১,৬৬২,৬৮৯	৯,৭৮২	১৭,৪০০.৭৮	৫৯,৫৭২.২২

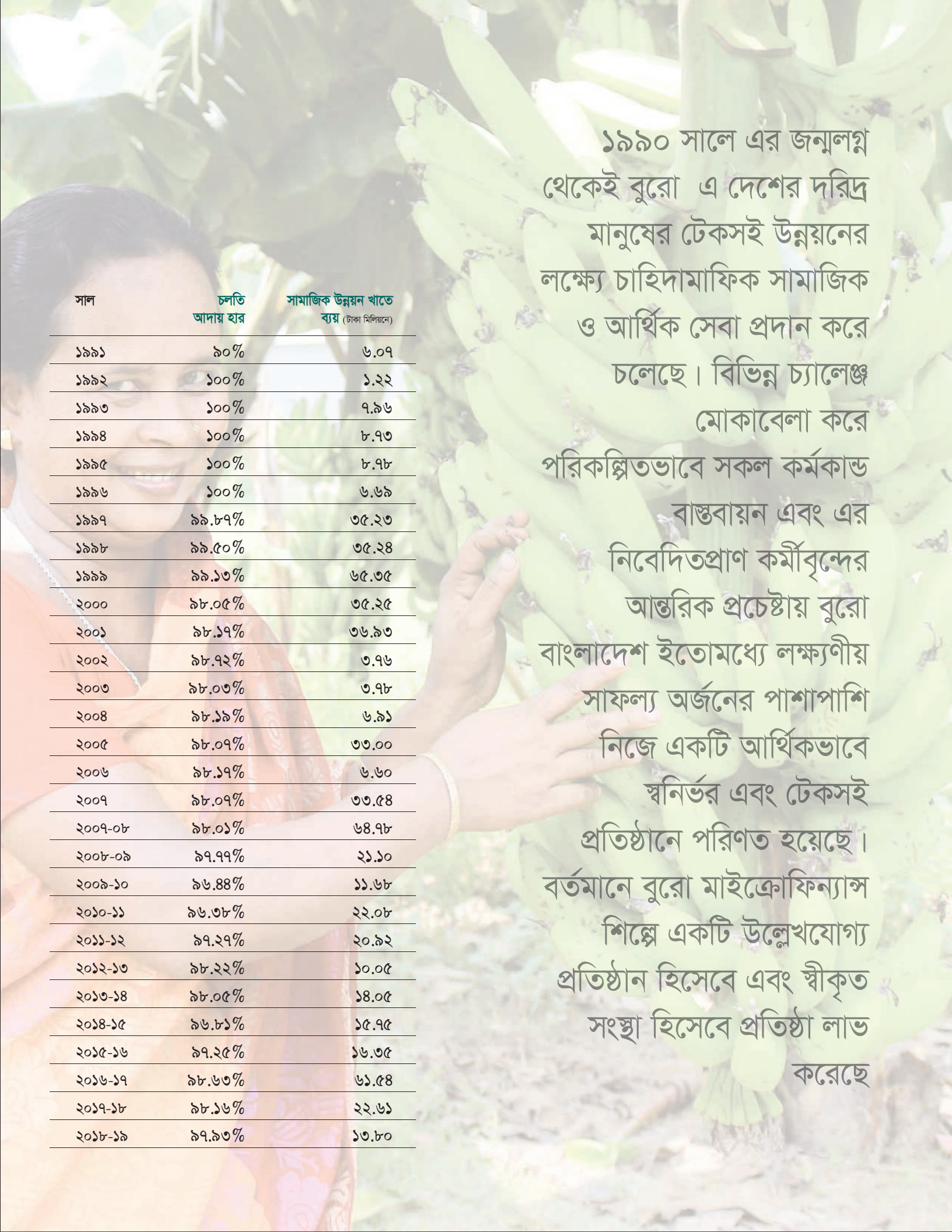

সাল	চলতি আদায় হার	সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় (টাকা মিলিয়নে)
১৯৯১	৯০%	৬.০৭
১৯৯২	১০০%	১.২২
১৯৯৩	১০০%	৭.৯৬
১৯৯৪	১০০%	৮.৭৩
১৯৯৫	১০০%	৮.৭৮
১৯৯৬	১০০%	৬.৬৯
১৯৯৭	৯৯.৮৭%	৩৫.২৩
১৯৯৮	৯৯.৫০%	৩৫.২৪
১৯৯৯	৯৯.১৩%	৬৫.৩৫
২০০০	৯৮.০৫%	৩৫.২৫
২০০১	৯৮.১৭%	৩৬.৯৩
২০০২	৯৮.৭২%	৩.৭৬
২০০৩	৯৮.০৩%	৩.৭৮
২০০৪	৯৮.১৯%	৬.৯১
২০০৫	৯৮.০৭%	৩৩.০০
২০০৬	৯৮.১৭%	৬.৬০
২০০৭	৯৮.০৭%	৩৩.৫৪
২০০৭-০৮	৯৮.০১%	৬৪.৭৮
২০০৮-০৯	৯৭.৭৭%	২১.১০
২০০৯-১০	৯৬.৪৪%	১১.৬৮
২০১০-১১	৯৬.৩৮%	২২.০৮
২০১১-১২	৯৭.২৭%	২০.৯২
২০১২-১৩	৯৮.২২%	১০.০৫
২০১৩-১৪	৯৮.০৫%	১৪.০৫
২০১৪-১৫	৯৬.৮১%	১৫.৭৫
২০১৫-১৬	৯৭.২৫%	১৬.৩৫
২০১৬-১৭	৯৮.৬৩%	৬১.৫৪
২০১৭-১৮	৯৮.১৬%	২২.৬১
২০১৮-১৯	৯৭.৯৩%	১৩.৮০

১৯৯০ সালে এর জন্মলগ্ন থেকেই বুরো এ দেশের দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদামাফিক সামাজিক ও আর্থিক সেবা প্রদান করে চলেছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিতভাবে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বুরো বাংলাদেশ ইতোমধ্যে লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি নিজে একটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বুরো মাইক্রোফিন্যান্স শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে

টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশ

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান কাস্টমার হিসেবে নারীদের গণ্য করা বুরো'র অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। বুরো'র মানব সম্পদ গড়ে উঠেছে বহুমুখী চিন্তা, ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়োজিত বুরো'র কর্মীবৃন্দ কেন্দ্র পর্যন্ত সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে। সেবাদানের ক্ষেত্রে বুরো দুটো বিষয় সচল রেখেছে। প্রথমতঃ দেশের অর্থনীতির চাহিদা অনুসারে গ্রাহকের কাছে রেমিট্যান্স সহজে, সুলভে এবং দক্ষতার সঙ্গে শাখাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ এসএমই ঋণের আওতায় গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে গ্রাহকের চাহিদা পরিপূর্ণ করা, যাতে এই খাত মধ্যম স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়

মাত্র পাঁচটি শাখা আর হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী নিয়ে এক প্রতিকুল পরিস্থিতিতে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ এবং শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বুরো বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে এর জন্মলগ্ন থেকেই বুরো এ দেশের দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদামাফিক সামাজিক ও আর্থিক সেবা প্রদান করে চলেছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিতভাবে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বুরো বাংলাদেশ ইতোমধ্যে লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি নিজে একটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বুরো মাইক্রোফিন্যান্স শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বুরো তার নিজস্ব মূল্যবোধ এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে টেকসই সংগঠন বিনির্মাণে কর্মরত।

দেশের সামাজিক অবস্থা এবং আর্থিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে বুরো'র অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক নীতিমালা রচিত হয়েছে। চলমান সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে – বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (বিডিএস), খাদ্য নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অপারেশন রিসার্চ, এনজিও-এমএফআইগুলোকে, টেকনিক্যাল সহায়তা এবং গ্রামীণ জনপদে পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা। দ্রুততর সময়ের মধ্যে বুরো'র মৌলিক প্রবৃদ্ধির কারণে কাঠামোগতভাবে এটি সামাজিক সম্পদ বা স্যোশাল ক্যাপিটালে পরিণত হয়ে উঠতে পেরেছে।

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান কাস্টমার হিসেবে নারীদের গণ্য করা বুরো'র অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। বুরো'র মানব সম্পদ গড়ে উঠেছে বহুমুখী চিন্তা, ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়োজিত বুরো'র কর্মীবৃন্দ কেন্দ্র পর্যন্ত সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে। সেবাদানের ক্ষেত্রে বুরো দুটো বিষয় সচল রেখেছে। প্রথমতঃ দেশের অর্থনীতির চাহিদা অনুসারে গ্রাহকের কাছে রেমিট্যান্স সহজে, সুলভে এবং দক্ষতার সঙ্গে শাখাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ এসএমই ঋণের আওতায় গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে গ্রাহকের চাহিদা পরিপূর্ণ করা, যাতে এই খাত মধ্যম স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়।

বুরো'র গ্রাহকদের জন্য বীমা স্কিমেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে যা তাদের দুঃসময়ে সুরক্ষা জাল হিসাবে কাজ করছে। এভাবে বহুবিধ সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের সংকল্প হলো– নবধারার আর্থিক ও সামাজিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আপোষ না করা। কাল পরিক্রমায় লব্ধ অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং জ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমন্বয় সাধনের ফলে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য সুফল সৃষ্টি করেছে।

৬৪টি জেলার সবকটিতে বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম বিস্তার এবং পরিচালনাগত কৌশলের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং নৈপুণ্য জড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বুরো কখনও ধীরে আবার কখনও দ্রুতগতিতে এগিয়েছে এবং অর্থনৈতিক বাজারে চলতি নতুন উন্নয়ন ধারার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত করেছে। এর ফলে সংগঠনে সময়োপযোগী কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ভিত আরো মজবুত হয়েছে। দ্রুততর সময়ের মধ্যে বুরো বাংলাদেশ আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে সত্যিকারের টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে।

এক নজরে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী খাত

(গ্রামীণ ব্যাংক এবং এনজিও-এমএফআইসমূহ)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
প্রতিবেদন দাখিলকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও-এমএফআই সমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক)	৪৭৪	৫১০	৫৩০
এনজিও-এমএফআইসমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক			
মোট কর্মী	৩০৯,৩৪৬	২৩৯,৬৮৯	২৩০,৬৩৭
মোট সদস্য / গ্রাহক	৩১,৪৭৯,৯৭৪	৩২,৪৪৬,১৩০	৩০,৬০৮,০৪২
ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)	১,৪০৫,৮৫৮	১,২০৭,৫৩৮	৯৫৫,৭৭২
ঋণ পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	৮১৪,৩৯৮	৭৭০,৪৬৫	৬১১,৬১৮
সঞ্চয় পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	৩৯৯,৯৬৭	৩৪৯,০৬৪	২৯৪,১১১
শীর্ষ ২০ প্রতিষ্ঠানের (এনজিও-এমএফআইসমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক) অবদান			
মোট কর্মী	২১৩,১৪৪	১৪৭,১৫৫	১৩৫,০৪৮
মোট সদস্য / গ্রাহক	২৫,০০২,৭০১	২৫,৬০২,৯৮৩	২৪,০০২,৪২৭
ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)	১,১৬৪,৯২২	৯৯৭,১৩২	৭৮৮,২৫৮
ঋণ পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	৬৭৬,২৩৭	৬২৮,৬২৩	৪৯৮,৩৫৬
সঞ্চয় পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	৩৪৭,৯৭৪	৩০৪,৭০৭	২৫৭,৯৪৮
বুরো বাংলাদেশ এর অবদান			
মোট কর্মী	৭,৪৬৪	৬,৭২৬	৬,১৭৯
মোট সদস্য / গ্রাহক	১,৫১২,৪৮৯	১,৪৪৯,০৮৫	১,৩৫৬,৫৭২
ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)	৬৩,৩৪৬	৫৪,৩৯৪	৩৯,৫১৫
ঋণ পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	৩৯,০৪১	৩২,৭৭৯	২৪,৪৩৩
সঞ্চয় পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)	১২,৬৫০	১০,৩৩১	৭,৬৯২

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ মাইক্রোফিন্যান্স স্ট্যাটিসটিক্স (সিডিএফ কর্তৃক প্রকাশিত)

সদস্য/গ্রাহক

বর্তমানে বুরো বাংলাদেশ চার শ্রেণির সদস্য/গ্রাহকদের নিয়ে কাজ করছে:

- অতি দরিদ্র
- দরিদ্র
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক
- সীমিত আয়ের পেশাজীবী: সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, নিজ নিজ প্রয়োজন মেটাতে এবং নিজ এলাকায় উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী, অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে যারা ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী এবং প্রয়োজনে যারা শ্রম শক্তি নিয়োগে আগ্রহী।

আইনগত ভিত্তি

বুরো বাংলাদেশ নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিতঃ

- সমাজ কল্যাণ বিভাগ, নং টিএ ০৪৮৯, তারিখ ৯ এপ্রিল ১৯৯১
- এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, নং ৬১০, তারিখ ১৯ মার্চ এপ্রিল ১৯৯২
- রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, বাংলাদেশ নং এস-৭০২৬ (২১৪) ০৭, তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) নং ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮, তারিখ ২৫ জুন ২০০৮
- কর চিহ্নিতকরণ নং (ই-টিআইএন) ৪২৪৩ ৭৪৭১১ ৯৩১

নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ

বুরো বাংলাদেশ নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত:

- ফেডারেশন অফ এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি), বাংলাদেশ
- ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), বাংলাদেশ
- নেটওয়ার্ক ফর ইনফর্মেশন রেসপন্স এন্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এক্টিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ), বাংলাদেশ
- ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব অলটারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (ইনাফি), বাংলাদেশ
- মাইক্রোফিন্যান্স নেটওয়ার্ক, মেক্সিকো
- ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যাম্পে), বাংলাদেশ
- ব্যাংকিং উইথ দ্যা পুওর (বিডব্লুটিপি)

তথ্য সংযোগ

বুরো বাংলাদেশ তথ্য আদান প্রদানে নিম্নোক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এজেন্সির সাথে সংযুক্ত:

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)
- ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), বাংলাদেশ
- মাইক্রোফিন্যান্স ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ (এমইএক্স), ওয়াশিংটন ডিসি
- বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন্স ফর ডেসিমিনেটিং এ্যানুয়াল রিসার্চ

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

সঞ্চয়ের জন্য মৌলিক তিনটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা হয়। গ্রাহকদের রুচি, আত্মবিশ্বাস এবং সঞ্চয়ের নীতিমালা। সঞ্চয়ের বিষয়টা নির্ভর করে গৃহীত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুরোর সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভিত্তিতে। বুরোতে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় শুধু এর তহবিলকৃত উৎসই নয়। এটি সংস্থার দায়ও বটে।

পেশাগত অর্জন

- সেরা প্রতিবেদন এবং স্বচ্ছ হিসাব-নিকাশ বিষয়ে ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্টেটস অব বাংলাদেশ (ICAB) এর স্বীকৃতি।
- এশিয়ান MFI-দের ধার্যকৃত আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক বুরো অনুসরণ করছে।
- সোশ্যাল পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ষ্টাডিতে SPI নির্দেশক ব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠনের চতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করে এবং স্কোর প্রকাশ করে। এর ভিত্তিতে বুরো ৭০% স্কোর অর্জন করতে সক্ষম হয়। মূল নির্দেশক-সমূহ ছিল:
  - দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অন্য বঞ্চিতদের সেবা প্রদান।
  - সেবায় আত্মস্থ করা।
  - গ্রাহকের সুযোগ-সুবিধা।
  - সামাজিক দায়বদ্ধতা।
- দীর্ঘমেয়াদে ক্রেডিট রেটিং গ্রেড AA2 (double A) এবং স্বল্প মেয়াদে ST-2।
- মাইক্রো এবং স্বল্প এন্টারপ্রাইজ সেক্টর স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক বুরোকে অন্ট্রাপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

লিগ্যাল এবং কমপ্লায়েন্স ইস্যু

- বুরো ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কর নির্ণয় সম্পন্ন করেছে।
- কর এবং ভ্যাট বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- এমআরএ নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- গ্রাহকের সামগ্রিক সঞ্চয়ের ১৫% এমআরএ নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তাদের বিপরীতে জমা করা হয়। এর মধ্যে ফিক্সড ডিপোজিট ১০% এবং তারল্য ৫%।
- এমআরএ নিয়মানুযায়ী ১০% উদ্বৃত্ত রিজার্ভ ফান্ড রাখা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত বিধানাবলী অনুসরণ করে কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়।

প্রোডাক্ট ও সেবা

- এসএমই-এর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়।
- কৃষি বর্জ্য থেকে প্রাকৃতিক আঁশ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তকরণ।
- পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত আকারে মোবাইল ব্যাংকিং চালু করার চেষ্টা এবং সামর্থ উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান।
- ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিং প্রকল্প এগিয়ে চলেছে।
- নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন।
- গ্রাহকদের জন্য "বিজনেস এন্ড ফাইন্যানসিয়াল লিটারেসী" বিষয়ক কার্যক্রম চলমান।
- বিগত ১৫ বছর যাবত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষিঋণ ব্যাপক পরিসরে চলমান।
- এসএমই খাতে বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান।
- গ্রাহকদের জন্য মেয়াদি সঞ্চয়।

নীতিমালার বাস্তবায়ন

- অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বুরো এমআরএ প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণে নতুনভাবে প্রণীত ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচী পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- কর্মীদের জন্য গৃহীত সার্ভিস রুল আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী রেমিটেন্স কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে।
- এজেন্ট ব্যাংক ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গেও সম্পাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সম্পাদিত কার্যক্রমের অর্জন

- ব্যবসা ও আর্থিক বিষয়ে ১৮০,৯২৩ জন গ্রাহককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৪৫% অপারেশনাল এবং ১৪৩% আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা গেছে।
- নীট বার্ষিক মুনাফা ৩৭১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (পরিচালন মুনাফা)।
- তহবিল পর্যাপ্ততার হার ২৬.৭৭%।
- ব্যাংক থেকে আহরণ করা হয়েছে ৩,৩৪৮ কোটি টাকা।
- গ্রাহকের সঞ্চয় থেকে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের হার ২৮%।
- সময়সীমার মধ্যে গ্রাহকদের পরিশোধিত ঋণের হার ৯৭.৯৩% (OTR)।
- ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ হার ৩.২৪% (৩০ দিবস) (PAR)।
- পরিচালন ব্যয়ের হার ৭.৫৫%।
- পুঁজি/আর্থিক ব্যয়ের হার ৬.৩৮%।
- প্রতি ইউনিট ঋণ বিতরণ ব্যয় ০.০৪%।
- প্রতি ঋণ কর্মকর্তা গড়ে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা লেনদেন করছেন।
- ১,৩৫,২৫২ টি লেনদেনের মাধ্যমে ৪১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার রেমিটেন্স লেনদেন সংঘটিত হয়েছে।
- ২,১৬,৪৯৮ জন ঋণীর মধ্যে ৩,৮৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে, যা বিগত বছরের চেয়ে শতকরা ৪৯.২৪ ভাগ বেশী।
- ৫,০৭,১৬৯ জন কৃষকের মধ্যে ৩,১৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে, যা বিগত বছরের চেয়ে শতকরা ৭১.৮৮ ভাগ বেশী। বুরো কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে কৃষকদের মাঝে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ সরকারের উক্ত বছরের কৃষি ঋণ বাজেটের ১৪.৩৮%।
- বুরো বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর যৌথ অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SMAP) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছর হতে শুরু হয়েছে, যা ২০২১ সন পর্যন্ত চলমান থাকবে।
- বুরো ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২,৭২৬ জন কৃষকদের মধ্যে ১০৮ কোটি টাকা SMAP প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করেছে। বুরো ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪১,৮২২ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে ৩২৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫,৯৯৯ জন কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের সাফল্য

পদ্ধতি	দারিদ্র দূরীকরণে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা।
প্রোডাক্ট ও সেবা	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুসারে উচ্চমানের আর্থিক প্রোডাক্ট ও সেবাদান।
গ্রাহক পছন্দ	গ্রাহকের চাহিদা, তারা কি চায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। গ্রাহকের নিজের পছন্দ-অপছন্দে বুরো যত্নশীল।
ব্যবসায় শৃঙ্খলা	গ্রাহকের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে গ্রাহকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
পেশাদারিত্ব	জ্ঞানভিত্তিক এবং সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়ন। সকল পর্যায়ে পেশাদারিত্বের জ্ঞান বিদ্যমান। শাখা পর্যায় থেকে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত। কর্মসূচী পরিকল্পনায় শাখাগুলোকে কার্যকরী ও দায়িত্বশীলভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা।
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা।

বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন

বুরো বাংলাদেশসহ দেশের অন্যান্য মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশঃ আরও বেশী গ্রাহকের আস্থা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। বুরো বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গ্রাহকের আস্থা অর্জনের ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- নিশ্চয়তা/নিরাপত্তা।
- উপযোগী এলাকা নির্বাচন।
- পর্যাপ্ত আর্থিক সরবরাহ।
- অর্থসেবা বহুমুখীকরণ।
- সেবাপ্রদান সহজীকরণ।
- ঋণ পাওয়ার সুযোগ।
- ঋণের পরিমাণ চাহিদামাফিক এবং যথোপযুক্ত।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের গ্রাহক নির্বাচন ও তাদের প্রতি আচরণের মাধ্যমে অনেক সময়ই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হয়। এজন্য প্রত্যাশিত আচরণ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বুরো তার কর্মীদের এ ব্যাপারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

জবাবদিহিতা

গ্রাহকের চাহিদা এবং সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন করতে দক্ষতা থাকা চাই। প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মীরাই এটা করতে পারে। সঞ্চয়ের হিসাব খোলার সময় ম্যানেজার এবং কর্মীদের আচরণ এবং শিক্ষাগত মান গ্রাহকের নিকট বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা গ্রাহকদের মোটিভেশন এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারেন। তারা মাইক্রোফিন্যান্স-এর গুরুত্ব এবং পরিবেশ সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতন করার পাশাপাশি উঁচু মানের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়ন করতে পারেন। তাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানিকতার প্রতিফলন থাকা আবশ্যক। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তারা গ্রাহক ও ম্যানেজমেন্টের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। এর ফলে কর্পোরেট সংস্কৃতিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন এবং নতুন ধ্যান-ধারণা ও প্রোডাক্ট উপস্থাপনে সক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হবেন।

বুরো বাংলাদেশে গ্রাহকদের সঞ্চয়

সঞ্চয়ের জন্য মৌলিক তিনটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা হয়। গ্রাহকদের রুচি, আত্মবিশ্বাস এবং সঞ্চয়ের নীতিমালা। সঞ্চয়ের বিষয়টা নির্ভর করে গৃহীত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুরোর সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভিত্তিতে। বুরোতে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় শুধু এর তহবিলকৃত উৎসই নয়। এটি সংস্থার দায়ও বটে।

বাংলাদেশসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। বাণিজ্যিক পরিমন্ডলে প্রবেশের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয় সংযোগসেতু হিসেবে কাজ করে। মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরী করা দরকার। দরিদ্রদের জমাকৃত সঞ্চয় এখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সঞ্চয়ের আরো কিছু আবশ্যকীয়

সঞ্চয় লেনদেন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এলাকা নির্বাচন এবং কার্যকালীন সময় নির্বাচন করা একটা জরুরী বিষয়। এ দুটো বিষয় গ্রাহকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসঞ্চয় জমা দিয়েই অপারেশন চালানোর সুযোগ তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত সঞ্চয় একসময় বড় অঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় যা পরবর্তীতে ঋণ সেবায় ব্যবহৃত হয়। বুরো'র গ্রাহকগণ যে কোন সময়ে তাদের জমাকৃত সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন। ঋণ গ্রহণের সাথে সঞ্চয় উত্তোলনের কোন সম্পর্ক নেই।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত তৎপরতায় স্বেচ্ছাসঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং গ্রাহকের মধ্যে এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নিয়মিত অবহিত করে থাকে।

আমাদের ভিশন ও মিশন

ভিশন

বাংলাদেশের গণমানুষের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুখি সমৃদ্ধ স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলা।

মিশন

অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও মধ্যস্বত্ত্ব গ্রাহকদের জন্য একটি স্বাধীন, টেকসই, কার্যকর ও সাশ্রয়ী ক্ষুদ্র অর্থ লেন-দেনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যার মাধ্যমে তাদেরকে ন্যায় সংগত মূল্যে বহুমুখী, কার্যকর এবং গ্রাহক চাহিদামুখী গুণগত মানসম্পন্ন আর্থিক এবং সামগ্রিক সামাজিক ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন সেবা প্রদান করা।

অগ্রাধিকার কৌশল

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালনায় নেতৃত্বদান এবং কৌশল নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বুরো অবিরত এরকম সুনির্দিষ্ট কিছু কৌশল চিহ্নিত করে সেগুলো সংস্থার উত্তরণে প্রয়োগ করে চলেছে।

- নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন।
- বাণিজ্যিক পুঁজিকে এগিয়ে নেয়া।
- গ্রাম ও শহরাঞ্চলে রেমিট্যান্স প্রবাহ গতিশীল করা।
- মাইক্রোফিন্যান্স গ্রাহকদের জন্য বাজার ও দেশব্যাপী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- মূলধারার কর্মসূচী যা সংস্থার কর্মকান্ড প্রসারিত করার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সেবা প্রদানের ব্যাপারে সহায়তা করে এমন নতুন উদ্ভাবন।
- সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এবং মাইক্রোফিন্যান্স রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি বৃদ্ধি।
- নতুন নতুন চাহিদা পূরণে বুরো নিজস্ব কৌশল প্রয়োগে সচেষ্ট।
- প্রোডাক্টের মান, মূল্য, প্রাপ্যতা এবং সেবা প্রদানের জন্য সহজ শর্ত প্রস্তুতের জন্য মূল্যায়ন জোরদারকরণ।
- বুরো বাংলাদেশ এবং প্রতিযোগীদের বাজার সম্প্রসারণ ও সুবিধাদানের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা।
- মাইক্রোফিন্যান্স কর্মকান্ডে জড়িত বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার কর্মকান্ডে বুরো'র উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

বুরো বাংলাদেশের মূল্যবোধসমূহ

- গ্রাহক/সদস্যদের চাহিদা এবং মতামতের প্রতি সম্মান।
- গ্রাহক/সদস্যদের ক্ষমতায়ন।
- গ্রাহক/সদস্যদের তথ্য অধিকার।
- গ্রাহক/সদস্যদের আর্থিক সেবা পাওয়ার অধিকার।
- গুণগত মানসম্পন্ন আর্থিক সেবা প্রদান।
- অর্থ সংগ্রহ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ও দূরদর্শিতা।
- সুনির্দিষ্ট ভিশন/মিশনের আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধতা।

স্বীকৃতি

ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে সফল অবদানের জন্য বুরো বিভিন্ন স্থান বা সংস্থা থেকে পদক ও স্বীকৃতি লাভ করেছে

- বুরো ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের অনু সংগঠন CGAP কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।
- সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ একাউন্ট্যান্টস্ (SAFA) বুরোকে সম্মানিত করেছে।
- ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্টস অফ বাংলাদেশ (ICAB) ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর চমৎকার বার্ষিক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বুরোকে পুরস্কৃত এবং সম্মানে ভূষিত করেছে। এটা আর্থিক শুদ্ধতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় স্বীকৃতি। ২০১৮ সালেও বুরো ওঈঅই কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

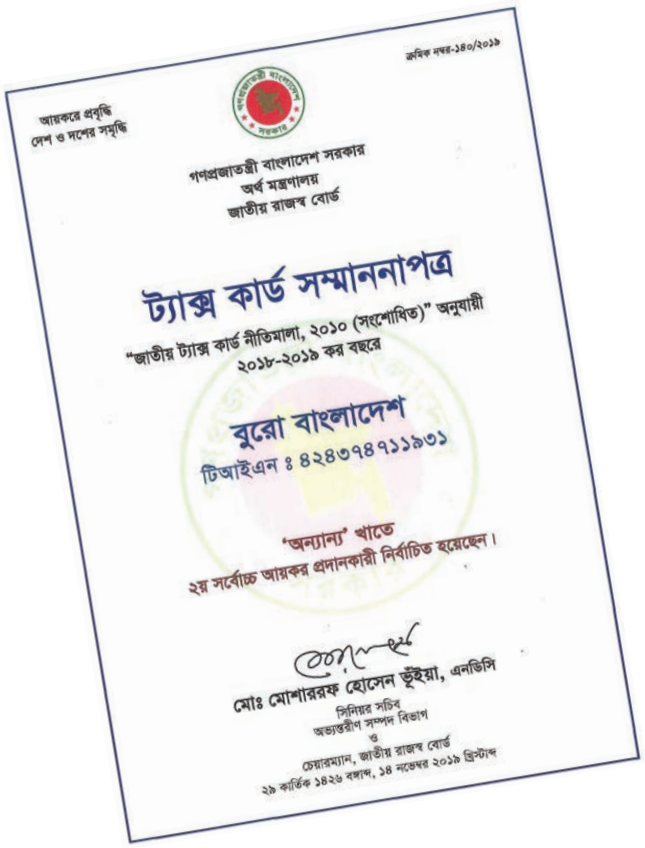

আয়করে প্রবৃদ্ধি
দেশ ও দশের সমৃদ্ধি

ক্রমিক নম্বর-১৪০/২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ট্যাক্স কার্ড সম্মাননাপত্র

"জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)" অনুযায়ী
২০১৮-২০১৯ কর বছরে

বুরো বাংলাদেশ
টিআইএন ঃ ৪২৪৩৭৪৭১১৯৩১

'অন্যান্য' খাতে
২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়েছেন।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

করদাতা সম্মাননা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১৬-১৭ এবং ২০১৮-১৯ কর নিরূপণ বছরে বুরো বাংলাদেশকে "অন্যান্য সেক্টর" বিভাগে করদাতা হিসাবে সম্মানিত করেছে।

ক্রেডিট রেটিং

বুরো AA2 দীর্ঘ মেয়াদী এবং ST-2 স্বল্পমেয়াদী ক্রেডিট রেটিং লাভ করেছে।

সোশ্যাল পারফরমেন্স স্বীকৃতি

সোশ্যাল পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ৭০% স্কোর অর্জন করার মধ্য দিয়ে বুরো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এই মূল্যায়নটি সম্পন্ন করেছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মাইকেল এন্ড সুসান ডেল ফাউন্ডেশন।

প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক 'দি রিফাইন্যান্স স্কিম ফর নিউ অন্ট্রাপ্রেনর' এর অধীনে বুরো বাংলাদেশকে 'দি ট্রেনিং প্রোভাইডিং এন্টারপ্রেনরশীপ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' বলে ঘোষণা করেছে।

সুশাসন কাঠামো

সংস্থার অভ্যন্তরে বুরো এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী কর্পোরেট সংস্কৃতির সুশাসন কাঠামোর দিকে এগিয়ে যাবার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার সঙ্গে বাইরের অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অতি জরুরি একটি বিষয়। বুরো'র ভেতরে ও বাইরে সার্বিক পরিবেশে কর্পোরেট সংস্কৃতির সু-শাসন গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক সাংগঠনিক সম্পর্ক ও শৃংখলাবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কর্পোরেট প্রশাসন পরিচালনার জন্য বুরোতে তিন স্তর ভিত্তিক সাংগঠনিক বডি ক্রিয়াশীল। সংগঠনের সফলতা নিহিত রয়েছে এই তিন স্তরের সমন্বয়ের উপর। ক্রিয়াশীল তিনটি স্তর হলো– ১. জেনারেল বডি, ২. গভর্নিং বডি এবং ৩. অপারেশনাল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস।

জেনারেল বডি

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে জেনারেল বডি বা সাধারণ পরিষদ গঠিত। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বডি সংস্থার কৌশলগত সকল বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকেন।

গভর্নিং বডি

সংস্থার গভর্নিং বডির সদস্য ৭ জন। এই বডির মেয়াদ ৩ বছর। এই বডি ম্যানেজমেন্টের সাথে অন্যদের সমন্বয় সাধন করেন। সংস্থার যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বডির নিকট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। জেনারেল বডির সদস্যগণ গভর্নিং বডি নির্বাচিত করেন। প্রতি তিন মাস পর পর এই বডির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান গভর্নিং বডিতে রয়েছেন

চেয়ারপার্সন

সুখেন্দ্র কুমার সরকার
প্রাক্তন পরিচালক ব্র্যাক এবং প্রাক্তন ট্রেজারার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

ভাইস চেয়ারপার্সন

ড. মো নুরুল আমিন খান
সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং খ্যাতনামা কবি ও শিক্ষাবিদ

অর্থ সচিব

ড. এম এ ইউসুফ খান
প্রাক্তন ব্যাংকার

সদস্য

আনওয়ার উল আলম
প্রাক্তন সচিব এবং রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ সরকার

ড. রওশন আরা ফিরোজ
প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শনবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ শাহাদাত হোসেন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

মির্জা কামরুন নাহার
উন্নয়ন কর্মী

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক এবং সদস্য সচিব

নির্বাহী পরিচালক গভর্ণিং বডির সদস্য নন। তিনি সদস্য সচিব (এক্স অফিসিও সেক্রেটারি) এর দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮-২০১৯ বছরে গভর্নিং বডির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অপারেশনাল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস

বুরোর নির্বাহী ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনায় এই বোর্ডের সদস্যবৃন্দ নির্বাহী পরিচালককে সহায়তা করে থাকেন। গভর্ণিং বডির সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর সদস্যবৃন্দ

এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক, অর্থ

মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচি

প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, পরিচালক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ফারমিনা হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, কর্মসূচি

বুরো ক্রাফট

মিসেস রাহেলা জাকির, পরিচালক

বুরো হেলথ কেয়ার

ডা. মাহমুদুল হাসান, পরিচালক

অবকাঠামো উন্নয়ন

মুকিতুল ইসলাম, প্রধান

জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ

কর্মসূচি

সমন্বয়কারী ও ডিভিশনাল ম্যানেজার-ঢাকা
খন্দকার মোখলেসুর রহমান

ডিভিশনাল ম্যানেজার

মো. এরশাদ আলম, রংপুর

সাইদুর রহমান, খুলনা

মোহসিন হোসেন খান, ময়মনসিংহ

ইস্তাক আহমেদ খান, পাবনা

আবদুস সালাম, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম

জোনাল ম্যানেজার

রফিকুল ইসলাম, গাজীপুর

হারুন-অর-রশীদ, রংপুর

মীর মুকুল হোসেন, ফরিদপুর

রিয়াজ উদ্দীন, টাঙ্গাইল

এ বি এম আলাউদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালী

সমর আলী ফকির, সিলেট

আল আমিন খান, যশোর

আওলাদ হোসেন, ঠাকুরগাঁ

উত্তম কুমার বসাক, চট্টগ্রাম

আবু সাঈদ শিকদার, খুলনা

মো. জহিরুল ইসলাম, মধুপুর

টুটুল চন্দ্র পাল, নারায়ণগঞ্জ

মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা মেট্রোপলিটন

শাহাদাত হোসেন, চাঁদপুর

আবুল বাশার সরদার, বরিশাল

মোহসিন মিয়া, কুমিল্লা

মো. সামসুল আলম, পাবনা

মো. রেজাউল ইসলাম খান, সাভার

আরিচ হোসেন, ময়মনসিংহ

মো. মোতাহারুল ইসলাম, বগুড়া

মো. মিজানুর রহমান, রাজশাহী

আবুল বাসার মিয়া, মাদারীপুর

আনোয়ারুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কে এম রাশেদ ফারুক, সখীপুর

আবুল হোসেন মিয়া, কুষ্টিয়া

বাবুল কুমার সাহা, কক্সবাজার

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

এবিএম আমিনুল করিম মজুমদার, সমন্বয়কারী

তাপস কুমার সিকদার, সহকারি সমন্বয়কারী

মনিটরিং ও প্রতিবেদন

সাঈদ আহমেদ খান, সমন্বয়কারী

মো. আব্দুস সবুর, কর্মকর্তা

মো. হারুণ-অর-রশীদ, কর্মকর্তা

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

রতীশ চন্দ্র রায়, মুখ্য সমন্বয়কারী- প্রশিক্ষণ

মো. নজরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ইন্দ্রনীল ইন্দু, সমন্বয়কারী- প্রশিক্ষণ

প্রশাসন

মো. শাহিনুর ইসলাম খান, সহকারি সমন্বয়কারী

আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, সহকারি সমন্বয়কারী

মো. এনামুল কবীর, সিনিয়র কর্মকর্তা

মো. শামীম কবীর, কর্মকর্তা

রোকেয়া আখতার, কর্মকর্তা

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মো. আশরাফুল আলম খান, সহকারি সমন্বয়কারী

নিলুফুন নাহার চৌধুরী, কর্মকর্তা

অর্থ ও হিসাব

মো. আব্দুল হালিম, সহকারি সমন্বয়কারী

কে বি এম কামরুল ইসলাম, কর্মকর্তা

ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, কর্মকর্তা

মো. শাহজালাল, কর্মকর্তা

মাহবুবুর রহমান, কর্মকর্তা

শফিকুল ইসলাম, কর্মকর্তা

বিশেষ কর্মসূচি এবং রেমিটেন্স

এস এম এ রকিব, সহকারি সমন্বয়কারী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

শাহীনুর ইসলাম, সহকারি কর্মকর্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এস জেড এম শাহরিয়ার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক

অডিট কমিটি

চেয়ারপার্সন

ড. মো. নুরুল আমিন খান, ভাইস চেয়ারপার্সন, গভর্নিং বডি

সদস্যবৃন্দ

ড. এম এ ইউসুফ খান, ফিন্যান্স সেক্রেটারি, গভর্নিং বডি

সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, সদস্য, গভর্ণিং বডি

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই কমিটির সচিব। কাজের ক্ষেত্রে অডিট কমিটি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অডিট কমিটির দায়িত্ব

সার্বিক নিরীক্ষণের জন্য অডিট কমিটি গভর্নিং বডিকে সহায়তায় যে দায়িত্ব পালন করে থাকেন:

- বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরী।
- অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
- আইনগত ও কর্মসূচীতে গতিশীলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষণে কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ণয়।

বুরো'র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনার জন্য অডিট কমিটির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং কর্মসূচীর মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপদেষ্টা সহায়তা

গ্রাহাম এ এন রাইট দীর্ঘদিন বুরো'র আন্তর্জাতিক অনারারি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। মূলতঃ তিনি সংগঠনের সম্প্রসারণ ও আগামী দিনে উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন দিক নির্দেশনা তৈরির ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন।

পলিসি বিষয়ক কার্যকরী বিষয়সমূহ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়নে ব্যবসা সহায়তার জন্য বুরো ২০১৩ সাল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সহায়তার অধীনে অনেক নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা নিজেরাই উৎপাদন ও বাজার চাহিদা সৃজনে কাজ করছে।

বিধিমালা

সংস্থা তার অভ্যন্তরে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও উন্নয়নে নিরলস এবং উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বস্তরে সুশাসন চর্চার জন্য বিভন্ন বিধিমালা, যেমন: ১. ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচী পরিচালনা বিধিমালা, ২. চাকুরী বিধি, ৩. একাউন্টিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল প্রসিডিওরস এন্ড রুলস, ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল, ৫. প্রশাসনিক ম্যানুয়াল, ৬. কর্মসূচী বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, ৭. জেন্ডার পলিসি ৮. নতুন শাখা খোলার পলিসি ইত্যাদি প্রস্তুত করেছে এবং সেগুলো অনুসরণ করে চলছে।

ওয়ার্কিং কমিটি

বহুমুখী ধারার ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের জন্য বুরোতে ৭টি কমিটি কর্মরত রয়েছে। এই ৭টি কমিটি হলো– ১. চাকুরী ও প্রমোশন কমিটি, ২. জেন্ডার কমিটি, ৩. ক্রয়-বিক্রয় কমিটি, ৪. ভূমি ক্রয় কমিটি, ৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৬. ভবন নির্মাণ কমিটি এবং ৭. পুরনো কাগজপত্র বাতিল করার কমিটি। সকল কমিটিই গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত।

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা কাঠামো

দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,০২৭ টি শাখার মাধ্যমে বুরো কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছে। এগুলোর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ২০৫ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ২৬ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং ৬ জন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক। প্রতি শাখায় ৬-১০ জন কর্মসূচী সংগঠক, ১-২ জন হিসাবরক্ষক এবং একজন শাখা ব্যবস্থাপক দায়িত্ব পালন করছেন।

বেনিফিট ফান্ড

বুরোতে কর্মরত সকল স্টাফের জন্য প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সার্ভিস রুলে স্পষ্ট বর্ণনাকৃত নিয়মাবলী অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো যথাক্রমে– ১. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ২. গ্র্যাচুইটি ফান্ড, ৩. হেলথ ফান্ড, ৪. হাউজিং ফান্ড, ৫. স্টাফ ফ্যামিলি নিরাপত্তা ফান্ড, ৬. মটর সাইকেল ও বাইসাইকেল ক্রয়ের অগ্রিম প্রদান, ৭. স্টাফদের আয়কর প্রদান, ৮. ছুটি সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদান, ৯. জীবন বীমা পলিসি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম বেতন প্রদান ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ

বুরো'র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ। ১১০ জন নিরীক্ষক সমন্বয়ে এই বিভাগ গঠিত যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন পরিচালক। এই বিভাগ ঋণ পোর্টফোলিও এবং সঞ্চয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার গুণগত দিক এবং গ্রাহকের পাশবইয়ের ভেরিফিকেশন নিয়ে মূলত: কাজ করে। শাখাসমূহ নিয়মিত নিরীক্ষা করার পর নির্বাহী পরিচালক ও নিরীক্ষিত শাখা বরাবর প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

বহিঃ নিরীক্ষণ

দেশের খ্যাতনামা অডিট ফার্ম দ্বারা বছর শেষে একবার বহিঃ নিরীক্ষা করানো হয়ে থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়।

মনিটরিং

বুরো'র মনিটরিং ইউনিট কর্মসূচী পরিচালনার সকল গুণগত এবং পরিমাণগত দিকের সকল তথ্য সংগ্রহ করে নির্বাহী পরিচালক ও শাখা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন পেশ করে। এর উপর বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত এবং করণীয় নির্ধারিত হয়। এটিও বুরো'র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন।

গ্রাহকের পাশবই চেকিং

শাখার অধীন সমস্ত গ্রাহকের পাশবই চেক করার দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপক ও হিসাবরক্ষকের। কর্মীর কালেকশন সিটের সাথে মিলিয়ে গ্রাহকের জমা দেয়া সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি এবং অন্যান্য লেনদেন তার পাশবইয়ে উঠিয়ে কর্মী স্বাক্ষর দিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই নিয়মিত পাশবই চেক করা হয়।

কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

বিভিন্ন চলমান মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই শেষে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন প্রার্থী করা হয়। অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এই দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে।

আয়কর বিবরণী দাখিল

সরকার নির্ধারিত সকল কর বিবরণী নিয়মিত এবং সময়মত দাখিল করা হয়ে থাকে। যদিও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে NGO-MFI-দের উদ্বৃত্ত আয় করমুক্ত করা হয়েছে।

ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন

এনজিওসমূহ দেশের সর্বত্র ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের তথা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর আওতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করছে। সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বুরো'র মত মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন সেবা প্রদান করে চলেছে। ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এবং ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদান প্রক্রিয়া টেকসইভাবে প্রতিষ্ঠিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন রূপরেখা অনুযায়ী বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করা হয়েছে।

SINCE 1970
FOREVER FIJI

রেমিট্যান্স সেবা

আর্থিক বাজারে রেমিটেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রেখে চলেছে এই খাত। সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে রেমিটেন্সের ভূমিকা অনন্য। মাইক্রোফিন্যান্স সেক্টরে বিভিন্ন আর্থিক সেবার মতই সময় ও ঝামেলাবিহীন এই রেমিটেন্স সেবা বুরো ইতোমধ্যে সারা দেশব্যাপী প্রচলন করেছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বুরো তার শাখাসমূহের মাধ্যমে রেমিট্যান্স কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কেবল তাই নয় বুরো তার গ্রাহকদের রেমিটেন্স লব্ধ অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তাও দিয়ে চলেছে। গ্রাহকের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকে এই পুঁজিতে। তৃণমূল পর্যায়ে বুরো যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করে রেমিটেন্সের অর্থ সরবরাহ করছে। এই সেবা প্রদানের জন্য বুরো ২০০৭ সাল থেকে রেমিটেন্স গ্রাহক কার্ড প্রচলনের ব্যবস্থা করেছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং

ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় বুরো ব্যাংকিং সেবার বহির্ভূত জনসাধারণের মধ্যে সীমিত পরিসরে ব্যাংকের মত আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সমগ্র দেশে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক খাতকে আরো প্রসারিত করা হচ্ছে। সমাজের সবচাইতে দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঐচ্ছিক সেবা প্রদান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই কর্মসচী বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় বুরোর ৪টি শাখায় (ছিলিমপুর, সোহাগপুর, চৌহালী এবং বাসাইল) এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চলছে। এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ ব্যাংকের নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারছেন। এ পর্যন্ত ৪,০০০ এর বেশি হিসাব খোলা হয়েছে।

ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (মোবাইল ব্যাংকিং)

বুরো মাইক্রোফিন্যান্স সেবায় নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করেছে। রকফেলার ফিল্যানথ্রোপি পরামর্শ সহায়তায় এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঋণ প্রদান ও আদায়ে আইসিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে এই কর্মসূচী পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাইক্রোসেভের সহযোগিতায় বুরোর ৩টি শাখায় (আজমপুর, দক্ষিণখান এবং টাংগাইল স্থানীয় কার্যালয়) পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম চলছে। পরবর্তীতে এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়সহ নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৫,৪০০ জন সদস্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এর মধ্যে অনেকে তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে লেনদেন করে যাচ্ছেন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়নে ব্যবসা সহায়তার জন্য বুরো ২০১৩ সাল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সহায়তার অধীনে অনেক নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা নিজেরাই উৎপাদন ও বাজার চাহিদা সৃজনে কাজ করছে।

দরিদ্রদের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স

গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক বুরো তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ পরিশোধ করে থাকে। দক্ষতা, দায়বদ্ধতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা, সঞ্চিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং গতিশীল আইনগত পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বড় অংকের সঞ্চয় নিয়ে বুরো কাজ করে চলেছে

কর্ম এলাকা

বুরো বাংলাদেশ তার সাধ্যমতো ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ করেছে। বুরো এ যাবত দেশের ৬৪ জেলার ৪,৩০৯ ইউনিয়নের ৪০,৭৭০টি গ্রামকে আর্থিক সেবার আওতায় এনেছে।

কর্ম এলাকা (জেলা এবং শাখার সংখ্যা)

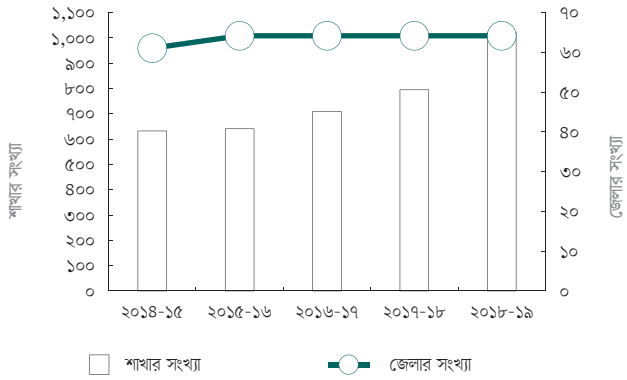

গ্রাহক সংখ্যা

সদ্য সমাপ্ত আর্থিক বছর পর্যন্ত বুরোর গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার। সামগ্রিক গ্রাহকদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই নারী সদস্য। এর মধ্যে ঝরে পড়া গ্রাহকদের সংখ্যা ৪% ।

কর্ম এলাকা (গ্রাম এবং সদস্য সংখ্যা)

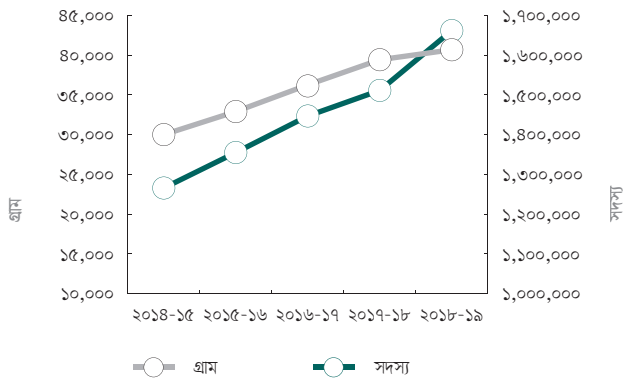

সঞ্চয় সেবা

গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক বুরো তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ পরিশোধ করে থাকে। দক্ষতা, দায়বদ্ধতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা, সঞ্চিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং গতিশীল আইনগত পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বড় অংকের সঞ্চয় নিয়ে বুরো কাজ করে চলেছে। নিম্নোক্ত মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বুরো সঞ্চয় সেবা দিয়ে চলেছে:

- একটি পূর্ণ নিরাপদ ব্যবস্থায় দরিদ্র গ্রাহকরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের নিজেদের এবং সংস্থার সঞ্চয় স্থিতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে চলেছেন। বাইরের উৎস ব্যতিরেকে তারা নিশ্চিন্তে এই সেবা গ্রহণ করছে।
- এর মাধ্যমে সংস্থার টেকসই উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রম স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা সহায়ক হয়েছে।

বুরোর গ্রাহকগণ দুই ধরণের সঞ্চয় সেবা পেয়ে থাকেন: একটি **সাধারণ সঞ্চয়** এবং অপরটি **মেয়াদি সঞ্চয়**।

মেয়াদি সঞ্চয়

বুরো'র সেবাসমূহের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেয়াদি সঞ্চয় স্কীম।

মেয়াদি সঞ্চয় হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে পরিচালিত একটি সঞ্চয়ী হিসাব যা থেকে প্রত্যেক হিসাবধারী মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ লাভসহ জমাকৃত অর্থ এককালীন পেয়ে থাকেন। প্রাপ্ত অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ ছাড়াও ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিটি পরিবারেরই অনেক স্বপ্ন থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকে যেখানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যেমন- সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, বিয়ে, জমিজমা অলংকার ইত্যাদি ক্রয়, বিভিন্ন ঝুঁকি বা বিপদ মোকাবেলা, গৃহনির্মাণ বা মেরামত, নিকটজনকে বিদেশে পাঠানো, বিভিন্ন সামাজিক কাজ সম্পাদন ইত্যাদি। মেয়াদি সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার বিভিন্ন স্বপ্ন সহজেই পূরণ করতে পারেন।

বার্ষিক সঞ্চয় এবং নীট ব্যালেন্স

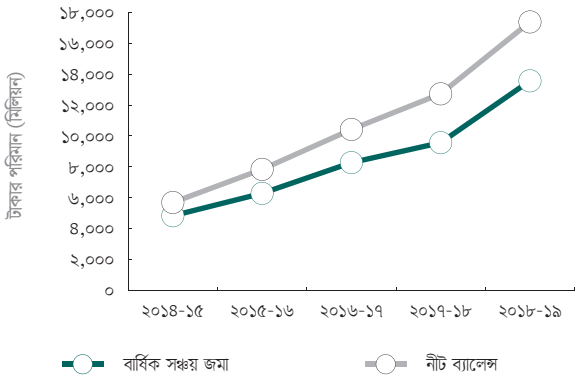

খাত ভিত্তিক সঞ্চয়

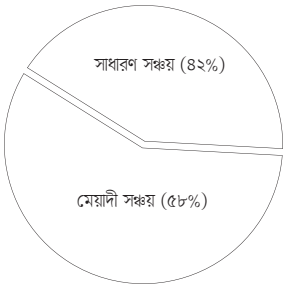

বুরো বাংলাদেশের মেয়াদী সঞ্চয় স্কীমের সুবিধাসমূহ:

- স্কীমের মেয়াদকাল ৩ বছর, ৫ বছর এবং ১০ বছর।
- মাসিক সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হিসাব খোলা যায়।
- সাপ্তাহিক জমার মাধ্যমেও এই সঞ্চয় স্কীম চালু রাখা যায়। সেক্ষেত্রে সাপ্তাহিক জমার পরিমাণ হবে ২৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত।
- বুরোর মেয়াদি সঞ্চয়ে লাভ চক্রবৃদ্ধি হারে দেয়া হয়। লাভের হার:
- ৩ বছর মেয়াদি সঞ্চয় স্কীমে লাভের হার ৭%।
- ৫ বছর মেয়াদি সঞ্চয় স্কীমে লাভের হার ৮% এবং
- ১০ বছর মেয়াদি সঞ্চয় স্কীমে লাভের হার ১০%।
- এই সঞ্চয় জমা দেয়ার জন্য কোনরূপ যাতায়াত খরচ করতে হয় না।
- কোন ধরণের কর্তন করা হয় না।
- মেয়াদ শেষে লাভসহ পুরো টাকা সদস্য বা তার নমিনির হাতে দ্রুত পরিশোধ করা হয়।
- একই ব্যক্তি সাপ্তাহিক অথবা মাসিক কিস্তি ভিত্তিক একাধিক মেয়াদি হিসাব খুলতে পারেন।

সঞ্চয় সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি

সঞ্চয় জমা, উত্তোলন এবং নিট স্থিতি ৩০ জুন পর্যন্ত

টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)

অর্থ বছর	বাৎসরিক		নীট স্থিতি	বৃদ্ধি	গ্রাহক প্রতি গড় সঞ্চয় (টাকা)
	জমা	উত্তোলন			
২০১৪-১৫	৪,৮১৮	৩,৬০৯	৫,৬৯৬	২৭%	৪,৪৮৭
২০১৫-১৬	৬,২৫২	৪,২৫৬	৭,৬৯২	৩৫%	৫,৬৭০
২০১৬-১৭	৮,২১১	৫,৫৭২	১০,৩৩১	৩৪%	৭,১২৯
২০১৭-১৮	৯,৫৩৭	৭,২১৮	১২,৬৫০	২২%	৮,৩৬৩
২০১৮-১৯	১৩,৫৩৮	৮,৭৮৭	১৭,৪০১	৩৮%	১০,৪৬৫

ধরণ অনুযায়ী সঞ্চয় স্থিতি ৩০ জুন পর্যন্ত

টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)

সঞ্চয়ের ধরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সাধারণ সঞ্চয়	৪,২০০	৪,৭৮৪	৫,৭২৪	৬,১৪১	৭,২৪৩
মেয়াদি সঞ্চয়	১,৪৯৬	২,৯০৮	৪,৬০৭	৬,৫০৯	১০,১৫৮
মোট	৫,৬৯৬	৭,৬৯২	১০,৩৩১	১২,৬৫০	১৭,৪০১

ঋণ সেবা

বুরো বেশ উল্লেখযোগ্য হারে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপার্জনমূলক কর্মকান্ড এবং কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্নমুখী সুবিধা সম্বলিত এই ঋণ সহায়তা বুরোর গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে। দুর্যোগ ঋণ বাদে সকল ঋণের সুদের হার ২৫-২৭% ক্রমহ্রাসমান, দুর্যোগ ঋণে সুদের হার ২০%, ঋণ ভেদে পরিশোধের মেয়াদ ১-৩ বছর বা ৪৬-১৩৮ কিস্তি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে।

- কেবলমাত্র আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনায় আগ্রহীদেরই ঋণ দেয়া হয় তাদের চাহিদার ভিত্তিতে।
- বুরো গ্রাহকের মূল সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করে না। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলীর আওতায় ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- পূর্বের ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে নতুন এবং বৃহৎ ঋণের জন্য গ্রাহক আবেদন করতে পারে।
- চলমান ঋণ ছাড়াও গ্রাহকরা বুরো থেকে স্বল্প-মেয়াদি জরুরি ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

ঋণ বিতরণ, আদায় এবং পোর্টফোলিও

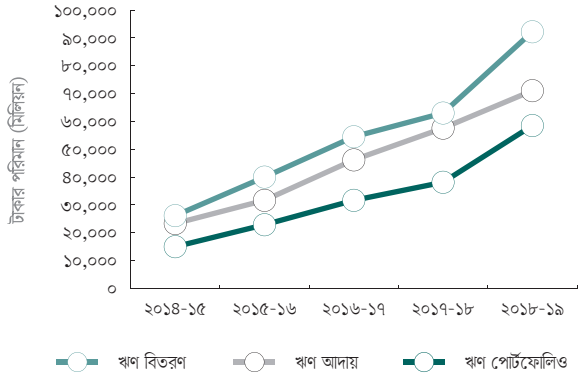

ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

বাৎসরিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ অবশিষ্ট ৩০জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

অর্থ বছর	বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়)		ঋণ পোর্টফোলিও	ঋণের গড় আকার	
	বাৎসরিক	ক্রমপুঞ্জীভূত		বিতরণ	স্থিতি
২০১৪-১৫	২৬,৩০০	১৩০,১৭৬	১৬,৪৬৬	২৯,৩৪৭	১৯,৬২১
২০১৫-১৬	৩৯,৫১৫	১৬৯,৬৯১	২৪,৪৩৩	৪০,৭৫৩	২৬,৫০২
২০১৬-১৭	৫৪,৩৯৪	২২৪,০৮৫	৩২,৭৭৯	৫২,৮৭০	৩২,৭৯৫
২০১৭-১৮	৬৩,৩৪৬	২৮৭,৪৩১	৩৯,০৪১	৬১,২৬৯	৩৮,৩২০
২০১৮-১৯	৯১,৪৮৫	৩৭৮,৯১৬	৫৯,৫৭২	৭৮,০২১	৫০,৭৬৩

সাধারণ ঋণ

দরিদ্র গ্রাহকরা আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সাধারণ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যে কোন বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য এই ঋণ দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধিতে এই ঋণ বড় ভূমিকা পালন করে।

সঞ্চয় ও ঋণ পোর্টফোলিওর তুলনামূলক চিত্র

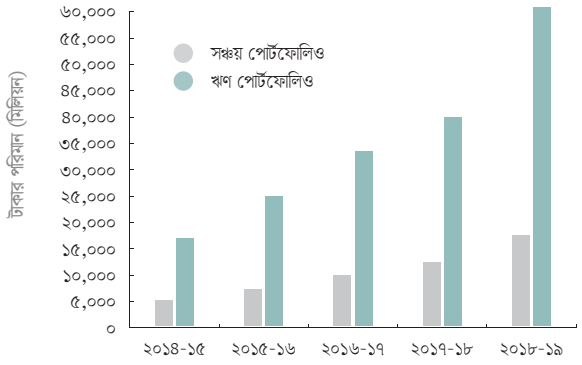

ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ (এসএমই ঋণ)

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মূলধন সরবরাহের জন্য এখনও তেমন অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তবে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ক্রমশ দুটি বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে: ১. বাস্তব জ্ঞান আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হবার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; ২. সীমিত মুনাফা এবং ব্যবসা পরিচালনার ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করছে এবং সে মতে নিজেদের কর্ম কৌশল নির্ধারণ করতে তারা সমর্থ হয়ে উঠছে।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা মানসম্পন্ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহী তাদের যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন করা হয়। ব্যবসা ও আর্থিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই শ্রেণির উদ্যোক্তারা পরিবর্তনমুখী অবস্থায় নিজেদের আরও উন্নয়নে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন। এসএমই গ্রহীতাদের বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে টেকসই বিনিয়োগ সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের অর্থ ব্যবস্থাপনা, বুককিপিং এবং বাজার সংযোগের বিশেষতঃ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের সম্প্রসারণ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ আবশ্যক। আর্থিক বিশ্লেষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হওয়ার অর্থ ব্যবসা ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা বা সমাধান করা এবং উদ্যোক্তা সুলভ গুণাবলী আয়ত্ত করা। বুরো বাংলাদেশ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান করে চলছে।

সাধারণতঃ ১৫% থেকে ২০% উদ্যোক্তাকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ প্রদান করে বুরো। যারা স্ব-উদ্যোগে স্বনির্ভর হতে চায় তাদের এই ঋণ প্রদান করা হয়। দুটি শর্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে ঋণ দেয়া হয়।

১. অন্তত একজনকে এসএমই ঋণের মাধ্যমে শ্রম কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে সক্ষম।

২. এসএমই ঋণের ব্যাপারে নিজস্ব ইক্যুইটি থাকতে হয়।

এছাড়া বুরো বাংলাদেশ কৃষিঋণ, দুর্যোগঋণ, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা দিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বুরো বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে গ্রাহকগণ সহজ শর্ত এবং জটিলতা মুক্ত সেবা চায়। তারা নিজ নিজ প্রয়োজন বা ব্যবসার উন্নয়নে সক্রিয় সেবা কামনা করে। এসব মত বিবেচনায় নিয়ে বুরো তার নিয়ম-কানুন ক্রমাগত পরিবর্তন এবং গ্রাহকবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক করে চলেছে।

কৃষিখাতে ঋণ

বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি কর্মসংস্থানের খাত কৃষি এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। শ্রমিকশ্রেণি গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে শহরে আসায় গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিখাত ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বুরোর কৃষি অর্থায়ন কর্মসূচি এবং জাপান সরকারের সহযোগিতায় প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে: ১. নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের অভ্যস্ত করে তোলা, ২. কৃষকদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা এবং ৩. কৃষিতে সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা। দেশব্যাপী সনাতন ধরণের চাষাবাদ ও বাজার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বহাল থাকার দরুণ নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য এনজিও ও মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসা দরকার।

বুরো বাংলাদেশে গ্রামীণ জনপদে যে কোন সময় সেবা দেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বুরো'র শাখাগুলোতে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেয়া আছে। এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ঋণ সেবা প্রদানও করা হচ্ছে। কৃষকরা জমি ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়নের ব্যাপারে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এসএমই উন্নয়নের ধারণা কৃষকদের আরও দক্ষ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

খাত ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ

জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

(টাকার পরিমাণ মিলিয়ন)

এসএমই ঋণের খাত সমূহ	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		সর্বমোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
মুদি দোকান	১৩,২০৬	১,৮৬৫	৩৩,৯৮১	৪,৭৯৯	৩৭,৭০১	৬,৮৭৪	৪৫,৩৯৫	৭,১৩৪	৫২,১২০	৮,১৮৪	১৮২,৪০৩	২৮,৮৫৬
বুনন	১০,৭৭৫	১,৪৫৯	২৩,৯৮৯	৩,২৪০	২৭,৬৪৫	৩,৮০৭	৩২,৫২৭	৩,৭৭২	৩১,৭৪৪	৪,৬১৩	১২৬,৬৮০	১৬,৮৯২
আসবাবপত্র	৯,০০৫	১,৩৬২	১৮,২১৮	২,৭৫৪	২০,৩৯০	৩,২৮২	২৪,৪৯০	৩,৫১৭	২৭,১৬৬	৪,০১২	৯৯,২৬৯	১৪,৯২৬
বাড়ী নির্মাণ	১১,২৫৪	১,৩৫৩	১৯,০৫৫	২,২৯১	১৮,২৫৬	২,৩৯৫	২০,৬৩৭	২,৭৫৬	২৫,২৬৪	৩,৬৭৯	৯৪,৪৬৬	১২,৪৭৪
খাদ্য ও পানীয়	৭,৬৩৮	৯২৬	১৮,৯৬৯	২,২৯৯	১৯,৩০০	২,৬৪৮	২৩,৬৯১	২,৫১৮	২৮,৫৩০	৩,৬০৫	৯৮,১২৮	১১,৯৯৬
তৈরী পোশাক	৩,৫৮০	৪৩৪	৯,২১৩	১,১১৬	১৪,৫৮৭	১,৯৭৮	১৮,২৪০	১,৮৫৫	২১,৪২৬	২,৫৪৪	৬৭,০৪৬	৭,৯২৭
যোগাযোগ	৫,৩২৬	৬৪৬	৮,৯৪৭	১,০৮৫	১০,৩৫৮	১,১৭৮	১৩,৯১৯	১,০৫০	১২,৩৮৪	১,৬২০	৫০,৯৩৪	৫,৫৭৯
যাতায়াত	৪,৫৮৯	৫৫৭	৭,২২০	৮৭৬	৭,৪১০	৯৮৭	১০,৪৫০	৯১৮	৮,৯৮১	১,২৭৪	৩৮,৬৫০	৪,৬১২
ছুতার	৩,৮৫২	৪৬৭	৬,৪৭১	৭৮৪	৬,৫৮৭	৭৯৮	৯,০৪০	৮১০	৯,১৬৫	১,২৫২	৩৫,১১৫	৪,১১১
সেলাই	৩,৫৬৯	৪৩৩	৬,০০৭	৭২৮	৭,০৫৮	৬২৫	৮,৬২৭	৭৬৪	১০,৫৮২	১,৪২৫	৩৫,৮৪৩	৩,৯৭৫
ছাপাখানা	২,২১০	২৭০	৪,৬১১	৫৬৩	৫,৪৮০	৭২১	৭,৪৮০	৬৮৮	৯,৫৬৯	১,১৬০	২৯,৩৫০	৩,৪০২
অন্যান্য	১,২৫৪	১২৯	১,৩৫৭	১৩৯	১,২৫৪	১০২	১,৫৫৪	১১০	১,৫৯৪	১৮৫	৭,০১৩	৬৬৫
সর্বমোট	**৭৬,২৫৮**	**৯,৯০১**	**১৫৮,০৩৮**	**২০,৬৭৪**	**১৭৬,০২৬**	**২৫,৩৯৫**	**২১৬,০৫০**	**২৫,৮৯২**	**২৩৮,৫২৫**	**৩৩,৫৫৩**	**৮৬৪,৮৯৭**	**১১৫,৪১৫**

খাত ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ (ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা) জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

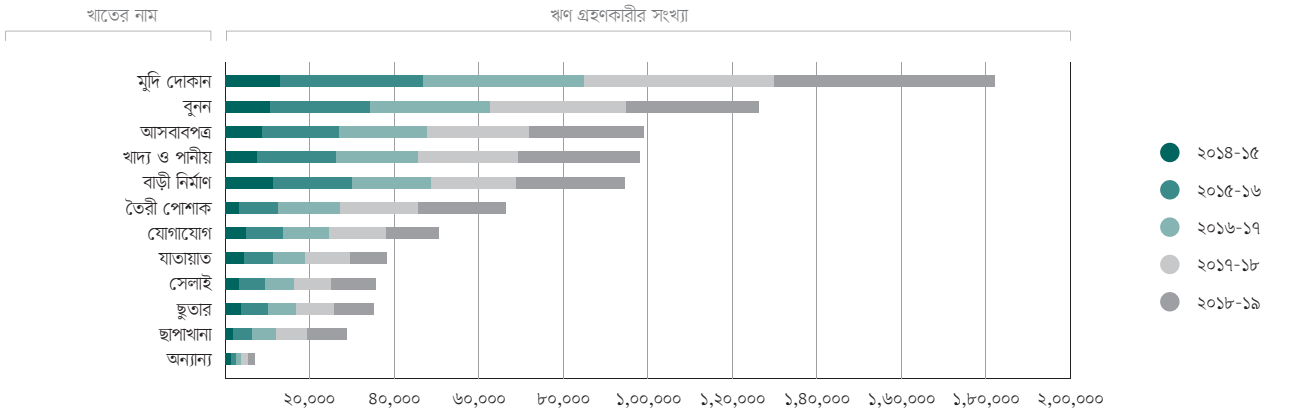

খাত ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ (ঋণের পরিমাণ) জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

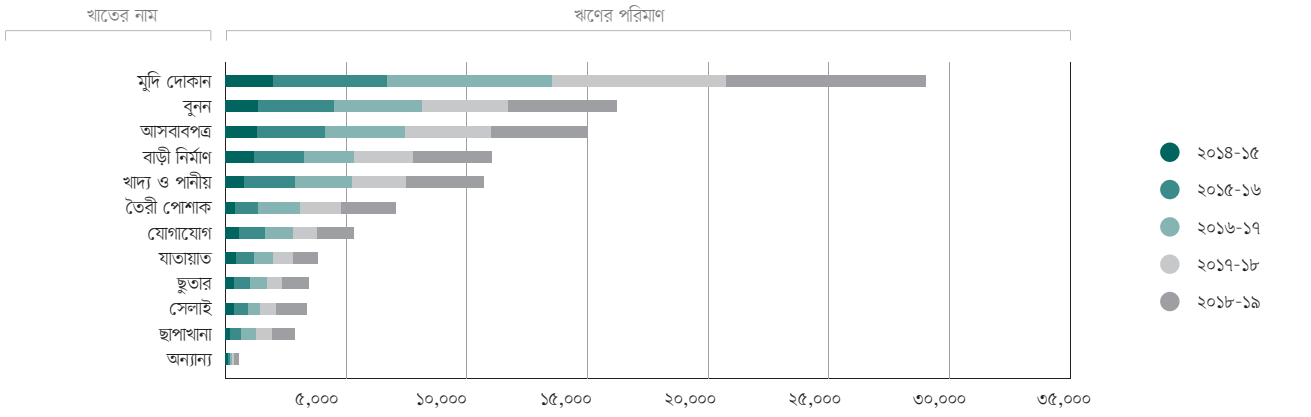

খাত ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ

জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

(টাকার পরিমাণ মিলিয়ন)

কৃষি ঋণের খাত সমূহ	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		সর্বমোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
শস্য চাষ	৩৭৪,১২০	৬,৮৫৬	৪০২,১৭৯	৯,৮৯৭	৫১৫,১৭৫	১০,৬৪৮	৬০৪,৯১৮	১৫,৪৯০	৭১২,৭০২	২৩,৪২৯	২,৬০৯,০৯৪	৬৬,৩২০
কৃষি যন্ত্রপাতি	৪৬,০৬২	১,২৫৪	৪৯,৭৪৭	১,৩৬৯	৪১,২৫৮	১,৫৮৪	৪৮,২৭২	১,৭৯৮	৫৫,৫১৩	২,২৫১	২৪০,৮৫২	৮,২৫৬
বীজ এবং সার	৪৬,৩২১	৮৫৯	৫০,৪৮৯	৯৪৩	৪৮,৩৬৯	৯৩৫	৫১,৭৫৫	১,৭৭৫	৫৬,৪১৩	১,৯৪৫	২৫৩,৩৪৭	৬,৪৫৭
পশুপালন	৫২,১৪২	৬৯৩	৫৬,৩১৩	৭৪১	৫১,৩২৫	৭৪১	৫৭,৪৮৪	১,৬৭৪	৬৩,২৩২	১,৭৯৯	২৮০,৪৯৬	৫,৬৪৮
মৎস চাষ	২৫,৬৫৮	২১৫	২৭,৪৫৪	২২৭	২৮,১৪৭	২২৯	৩০,৯৬২	৬৪৫	৩৪,৬৭৭	১,০১১	১৪৬,৮৯৮	২,৩২৭
হাঁস মুরগী পালন	১৪,৫৮৭	২৩৫	১৫,৩১৬	২৪৬	১১,৩১০	২৩৬	১৩,৩৪৬	৩৮৬	১৫,২১৪	৬৮৩	৬৯,৭৭৩	১,৭৮৬
অন্যান্য	৫,৪৬৮	১১৪	৫,৮০৭	১১৯	২,৮০৭	১০২	২,৮০৭	১৬৪	২,৮০৭	২৩৪	১৯,৬৯৬	৭৩৩
সর্বমোট	**৫৬৪,৩৫৮**	**১০,২২৬**	**৬০৭,৩০৫**	**১৩,৫৪২**	**৬৯৮,৩৯১**	**১৪,৪৭৫**	**৮০৯,৫৪৪**	**২১,৯৩২**	**৯৪০,৫৫৮**	**৩১,৩৫২**	**৩,৬২০,১৫৬**	**৯১,৫২৭**

খাত ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ (ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা) জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

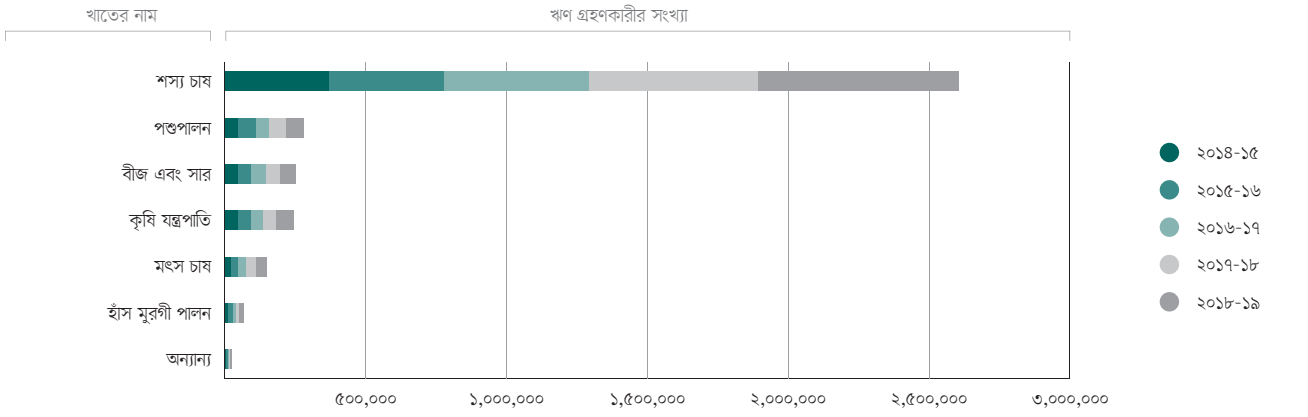

খাত ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ (ঋণের পরিমাণ) জুলাই '১৪ থেকে জুন '১৯ পর্যন্ত (৫ বছর)

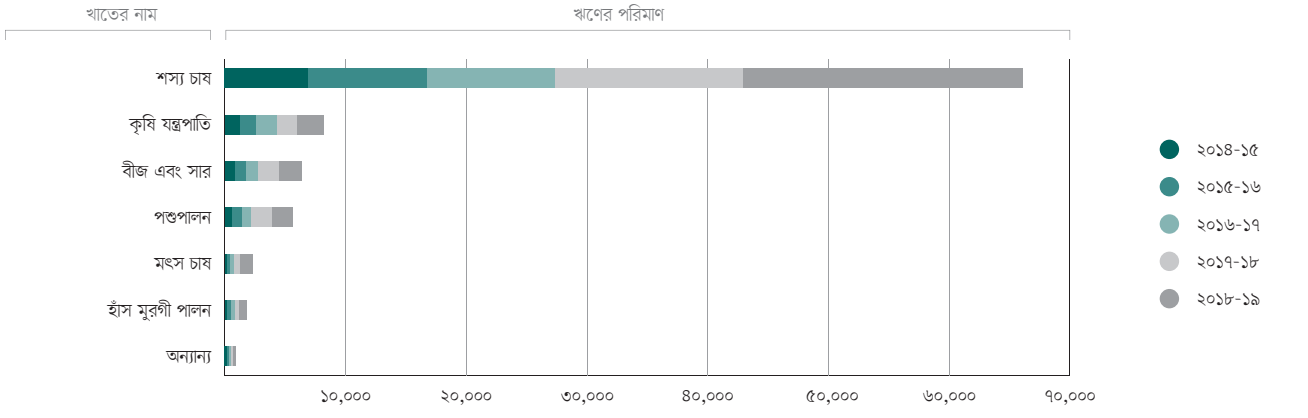

জরুরি ঋণ

এই ঋণ দরিদ্র পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মত। যে কোন জরুরি প্রয়োজন বা উৎসবে (যেমন: ঈদ, পুজা ইত্যাদি) বা চিকিৎসা, শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবসার পুঁজির প্রয়োজনে এই ক্ষুদ্র আকারের ঋণ দেয়া হয়।

দুর্যোগ ঋণ

দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবসার ক্ষতি বা পুঁজির ঘাটতি কাটিয়ে উঠার জন্য বুরো এই ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। এই ঋণের সুদের হার ১৮% ক্রমহ্রাসমান। ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ১ বৎসর মেয়াদি দুর্যোগ ঋণ দেয়া হয়।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণ

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ১ বছর মেয়াদি এই ঋণ দেয়া হয়। গ্রাহকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সর্বোচ্চ ৫৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করে স্থাপনা নির্মাণ নিশ্চিত করা হয়।

গ্রাহক নিরাপত্তা সেবা

মৃত্যুজনিত গ্রাহকের দুরবস্থা নিরসন বা হ্রাসকরণে বুরো গ্রাহক নিরাপত্তা সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। এ সেবার আওতায় রয়েছে অতি দরিদ্র, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ। ঋণ গ্রহণের পর গ্রাহক বা তার জামিনদারের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার নিকট প্রাপ্ত সমুদয় ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয়। এছাড়া তার জমাকৃত সকল সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়।

দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গ্রাহক নিরাপত্তা সেবা চালু করা হয়েছে - ১. সামাজিক খাত এবং ২. অর্থনৈতিক খাত। সামাজিক খাত বিবেচনায় ব্যক্তি বা পরিবার কারণ বিশেষে দুরবস্থায় পতিত হয়ে বিপন্ন বোধ করা স্বাভাবিক। এই সেবা সেক্ষেত্রে তাদের বিপন্নতা উত্তরণে সহায়তা প্রদান করে। সর্বপরি, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের বিপদ-আপদ পরিস্থিতি দূরীকরণ বা হ্রাসকরণে এই সেবা চালু করা হয়েছে।

স্থায়ীত্বশীলতা ও মুনাফা

২০১৮-২০১৯ সালে বুরো ১৪৫ শতাংশ পরিচালনাগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ১৪৩ শতাংশ আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। একই বছর বুরো মুনাফা করেছে ৩,৭১৫ মিলিয়ন টাকা। এই হার বিগত বছরের চেয়ে শতকরা ১৪ ভাগ বেশি। রিটার্ন অব ইক্যুইটি শতকরা ২৭ ভাগ এবং মূলধন পর্যাপ্ততার হার শতকরা ২৬.৭৭ ভাগ।

প্রতি টাকা ঋণের খরচ

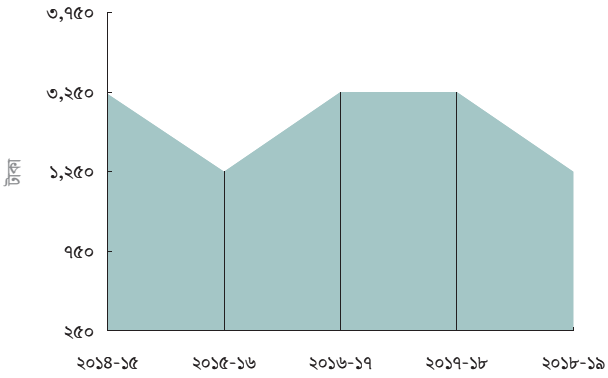

দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা

দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার হার মাইক্রোফিন্যান্স বিধানে ধরা হয় কর্মসূচী পরিচালন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং মুনাফা বর্ধিতকরণ। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠছে কিনা তাও দেখা হয়। উৎপাদনশীলতা দক্ষতা ও মুনাফা অর্জনের সঙ্গে প্রতি ইউনিটে সংযোজিত ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটিও বিবেচনা করা হয়।

অপারেটিং ব্যয়ের হার দক্ষতার একটি পরিমাপক। এই বছরে এই হার শতকরা ৭.৫৫ভাগ। অপরদিকে, প্রতি টাকায় ব্যয় ০.০৪ টাকা। আর্থিক ব্যয়ের হার শতকরা ৬.৩৮ ভাগ। ২০১৭-২০১৮ সালে গ্রাহক/ঋণ কর্মকর্তার আনুপাতিক হার ৩৫৩। একজন ঋণ কর্মকর্তা লেনদেন করেন প্রায় ১৬.৪৩ মিলিয়ন টাকা।

তহবিল বিভাজন (Financing Mix)

সম্পদ ও দায়ের চিত্র

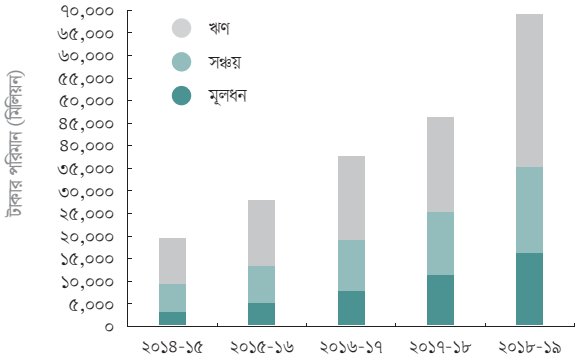

কর্মী ও সদস্যর প্রতিষ্ঠান ত্যাগের চিত্র

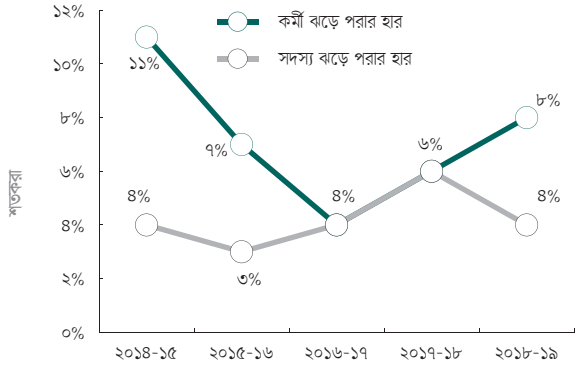

৩০ জুন পর্যন্ত তহবিল বিভাজন

টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)

আর্থিক উৎস	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%
ইক্যুইটি (সমতা) / নীট মূল্য	৩,৫৭৯	১৯	৫,৪১৪	১৯	৭,৯০১	২১	১১,৭০১	২৬	১৬,১৯৭	২৪
গ্রাহক সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	৫,৮৮০	৩০	৮,০৬১	২৯	১০,৯৮৯	২৯	১৩,৬৫৯	৩০	১৯,০০৯	২৯
বাণিজ্যিক ঋণ	১০,০৩৫	৫১	১৪,৩৭৩	৫২	১৮,৫১৬	৫০	২০,৫১৮	৪৪	৩৩,৪৭৮	৪৭
মোট	**১৯,৪৯৪**	**১০০**	**২৭,৮৪৮**	**১০০**	**৩৭,৪০৬**	**১০০**	**৪৫,৮৭৯**	**১০০**	**৬৮,৬৮৫**	**১০০**
বৃদ্ধি	**১৮%**		**৪৩%**		**৩৪%**		**২৩%**		**৫০%**	

সম্পদ ও নীট তহবিলের চিত্র

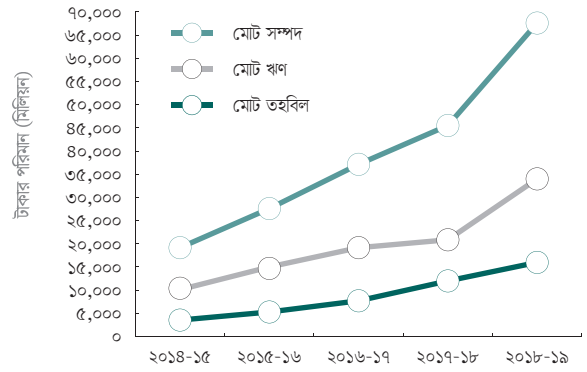

ঋণ ও মূলধনের চিত্র

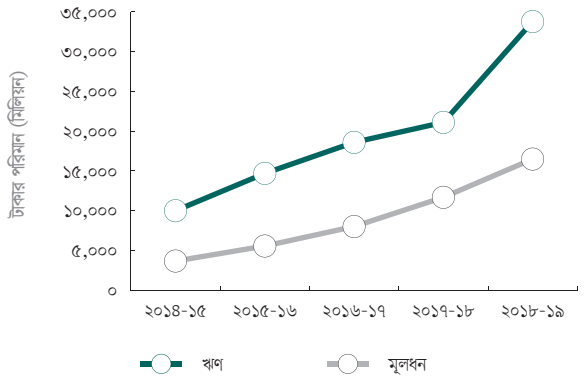

নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিপালনীয় বিষয়াবলী

যোগ্যতার মানদন্ড	এমআরএ কর্তৃক প্রতিপালনীয় বিষয়াবলী	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
ক্রমপুঞ্জীভূত আদায় হার (সিআরআর)	৯৫%	৯৯.১৭%	৯৯.২২%	৯৯.৩৮%	৯৯.৩৯%	৯৯.৩৮%
সময়ানুযায়ী আদায় হার (ওটিআর)	৯২-১০০%	৯৬.৮১%	৯৭.২৫%	৯৮.৬৩%	৯৮.১৬%	৯৭.৯৩%
সঞ্চয় তারল্যের হার	১০%	২০.৪০%	১৫.১৮%	১৭.৪৭%	২৫.০৮%	২৪.২৯%
চলতি অনুপাত	২ : ১	৪.০৭ : ১	৫.১৪ : ১	৫.৭৫ : ১	৬.৪৫ : ১	৮.০৫ : ১
মূলধন পর্যাপ্ততার হার	১৫%	২১.০৫%	২১.৩৬%	২৩.৩৪%	২৯.৩৮%	২৬.৭৭%
ঋণ সেবা কভারেজের অনুপাত	১.২৫ : ১	১.১৫ : ১	১.৩৭ : ১	১.৩৬ : ১	১.৬৩ : ১	১.৪৩ : ১
মূলধন ঋণ অনুপাত	৯ : ১	২.৮০ : ১	২.৬৬ : ১	২.৩৪ : ১	১.৭৫ : ১	২.০৭ : ১
মূলধন থেকে আয়ের হার	১%	৩০.৪৩%	৩৬.৪৮%	৩৪.৯৩%	৩৩.৩৮%	২৬.৬৩%

সম্পদ বিভাজন

সারণি-১১: সম্পত্তি ও সম্পদ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

টাকার পরিমাণ (মিলিয়ন)

সম্পদ বিবরণী	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%
নিট স্থায়ী সম্পদ	৬৭১	৪	৯৩০	৩	১,২০৯	৩	১,৩৭৭	৩	২,১৯২	৩
নিট ঋণ পোর্টফোলিও	১৫,৮৭২	৮৪	২৩,৬৬০	৮৭	৩১,৯০১	৮৭	৩৭,৭৪৬	৮৪	৫৭,৬০৯	৮৬
বিনিয়োগ	১,৪৩৩	৮	১,৪৩৪	৫	২,০৮৭	৬	৩,১১৮	৭	৪,২৩৪	৬
অন্যান্য চলতি সম্পদ	৪৫৯	২	৭৬০	৩	৭৪৬	২	৭০৪	২	৭১৪	১
নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	৫৫২	২	৪১১	২	৭৮১	২	১,৯১১	৪	২,৪৪২	৪
মোট	**১৮,৯৮৭**	**১০০**	**২৭,১৯৫**	**১০০**	**৩৬,৭২৩**	**১০০**	**৪৪,৮৫৬**	**১০০**	**৬৭,১৯১**	**১০০**
বৃদ্ধি	**১৭%**		**৪৩%**		**৩৫%**		**২২%**		**৫০%**	

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে যে কোন সময় যে কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে বুরো দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল সৃষ্টি করে। দুর্যোগ কবলিত মানষের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ক্ষয়ক্ষতি পোষানোর ক্ষেত্রে বুরো সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে। বুরোর কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ ইউনিট ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরি ও পরিচালনা সেবা দিয়ে থাকে

সক্ষমতা

দুর্যোগকালে মানুষের সীমাহীন অসহায়তা দূর করা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ এবং কর্মরত সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য। আমাদের দেশে দুর্যোগ সংঘটিত হলে সকল স্তরের মানুষই এগিয়ে আসে। সুতরাং মানুষকেই সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদে পরিণত করা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব। কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্রমাগতভাবে সংস্থা ও দুর্যোগ-কবলিত জনসাধারণের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সক্ষমতা প্রদর্শন করে সংস্থার সার্বিক সক্ষমতা, দুর্যোগ-কবলিত মানুষ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং প্রচলিত ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে দুর্যোগের মোকাবেলা করা সম্ভব। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে - ১. দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ২. দুর্যোগের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। দুটো ক্ষেত্রেই সামাজিক সংস্থাগুলোর সেবা প্রদান অত্যাবশ্যক। সমাজে বসবাসরত মানুষের পাশাপাশি সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আশু কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এর উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। ইউনিয়ন পরিষদ ও সমাজের মানুষ এ ব্যাপারে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দিয়ে তাদের দ্বারাই দুর্যোগ মোকাবেলার মনোভাব সৃষ্টি করায় বুরো সচেষ্ট।

দুর্যোগ তহবিল গঠন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে যে কোন সময় যে কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে বুরো দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল সৃষ্টি করে। দুর্যোগ কবলিত মানষের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ক্ষয়ক্ষতি পোষানোর ক্ষেত্রে বুরো সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে। বুরোর কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ ইউনিট ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরি ও পরিচালনা সেবা দিয়ে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড

দুর্যোগ কবলিত অতি দরিদ্র এবং অস্বচ্ছল পরিবারের মানুষদের সমন্বিত সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এজন্য যে বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়–

- দুর্যোগ কবলিত মানুষদের প্রথমত: ত্রাণ প্রদান করা।
- পুনর্বাসন সহায়তা; ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর, ভবন সংস্কার, সড়ক মেরামত, বন্যার্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র, সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান।
- অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মসচী যেমন: বীজ বিতরণ, সার বিতরণ, পুঁজির সংস্থান ইত্যাদি।
- তথ্য নেটওয়ার্ক, দুর্যোগ সহায়তা এবং দুর্যোগ পূর্ববর্তী তৎপরতা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা সৃষ্টির মধ্য দিয়েই একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। কর্মীদের জ্ঞানভিত্তিক সক্ষমতা, কৌশল উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংস্থার প্রচলিত নিয়মাবলীর আরও উন্নয়ন একটি সংস্থার কর্মীদের মূল সক্ষমতার পরিচায়ক বলে ধরে নেয়া যায়।

গ্রাহক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বুরো গ্রাহকদের সক্ষমতা ও তাদের উপার্জন বৃদ্ধি এবং সামাজিক সচেতনতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এগুলো হচ্ছে:

- ব্যক্তির মৌলিক জীবন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা পরিচালনা।
- ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক জ্ঞান।
- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন।
- সচেতনতা ও নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা।
- সহজ হিসাব সংরক্ষণ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৫,৮৫৯ জন সদস্য/গ্রাহককে তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে:

- ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ।
- কর্মকালীন প্রশিক্ষণ।
- উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:
  - মাইক্রোফিন্যান্স এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রামিং।
  - সাংগঠনিক উন্নয়ন।
  - ঋণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
  - অর্থ এবং একাউন্টস ব্যবস্থাপনা।
  - মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫,৯৯৯ জন কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে৷

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

বাংলাদেশ নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সেক্টরে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে, যদিও সার্বিকভাবে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো দেশের অভ্যন্তরে কিছু এলাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় আছে। এই অঞ্চলগুলিকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন-জাতীয় এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এসব দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকাগুলি তাদের ভূ-প্রাকৃতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে দেশের অন্যান্য এলাকার মতো সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি। ফলে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মত পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতিও রয়ে গেছে এখনও অনেক পেছনে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন যা ঐ সব এলাকার মানুষের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কাজটিকে আরও কঠিন করে তুলছে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো - দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের মাত্রা ও গতি খুব সামান্য, যার কারণসমূহ যথাক্রমে - ১. লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসচেতনতা বিদ্যমান, ২. পরিবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা তথা সময়, অর্থ এবং উপকরণ স্বল্পতা ৩. পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি। বুরো তার গ্রাহকদের মধ্যে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্গম গ্রাম এবং শহরতলী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনেক বাড়িতেই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বুরো বাংলাদেশ গ্রামাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে কার্যকরী অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। ধীর গতিতে হলেও পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যাপারে অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য প্রক্রিয়া চলছে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঋণের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে।

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি-র সহযোগিতায় ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬১টি জেলায় ৫১০টি শাখার মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সেবা বিষয়ক এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে:

- ৪৩,৮৮৪ জনকে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৩,৩২৯ জনকে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে।
- বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের প্রায় সকল ঋণগ্রহীতা পরিবার টিউবওয়েল অথবা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে বাস্তবায়িত ওয়াটার ক্রেডিট কার্যক্রমের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশ প্রথম পর্যায়ে ওয়াটার.ওআরজি এর আর্থিক সহায়তায় জুলাই ২০১৪ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সাল সময়কালের মধ্যে ২২৬টি শাখা অফিসের আওতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। বহিঃস্থ মূল্যায়নকারী কর্তৃক পরিচালিত প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সমাপ্তির পর ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

এই সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পানীয় জলের বৈচিত্র্যপূর্ণ দূষণ হ্রাস পেয়েছে, গার্হস্থ্য স্তরে নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পানিবাহিত রোগ হ্রাস পেয়েছে, পানিবাহিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, বাচ্চাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের ল্যাট্রিন ব্যবহার করার হার বেড়েছে, ধোঁয়া-মোছাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পানি এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহিলাদের নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী অর্থায়ন তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পটি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে যার ফলস্বরূপ দরিদ্র পরিবারগুলো নিজ নিজ বাড়িতে পানির সংযোগ এবং টয়লেট স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের আর পানি সংগ্রহ করতে দিনের কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয় না এবং তার পরিবর্তে তারা কাজ এবং আয় করতে পারছে। উৎপাদনশীল দিনগুলিতে অপচয় করার মতো সময়কে অপচয় না করে বরং কাজে লাগিয়ে মহিলারা কেবল তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলই অর্জন করছে না, এখন তারা তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে অবদান রাখছে। পরিশেষে বলা যায়, প্রকল্পটি থেকে প্রচুর ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া গেছে এবং এটি বুরো বাংলাদেশের নিয়মিত কর্মসূচী হিসেবে দেশব্যাপী চালানো যেতে পারে।

গ্রামীণ এলাকায় পাইপ লাইনে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

নিরাপদ পানি প্রাপ্তি একটি মৌলিক অধিকার। দেশের সর্বত্র সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সহজপ্রাপ্য করা রাষ্ট্রের তথা সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রধান বিবেচনার মধ্যে আনা আশু কর্তব্য। মুন্সিগঞ্জ জেলার পুরান বাউশিয়া গ্রামের পানিতে আর্সেনিকের প্রভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিলে বুরো সেখানে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ব ব্যাংক সহায়তা প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত ৫০৭টি পরিবারে এবং প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবারগুলো মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে।

ব্যবসা বিষয়ক আর্থিক সাক্ষরতা প্রকল্প

বুরো তার কার্যক্রমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছে। আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচী হল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড "ব্যবসা পরিচালনা এবং আর্থিক সাক্ষরতার" অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এই ব্যবসায়িক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং সেবাগুলি গ্রাহকের মান, ব্যবসায়ের প্রকৃতি এবং বিপনণের সুবিধার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে যা ব্যবসায়ের বিকাশ সংক্রান্ত সেবাগুলিতে প্রত্যাশিত । এছাড়াও ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরেকটি মূল ক্ষেত্র যা বুরো এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করেছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুটি বিষয় জড়িত রয়েছে, প্রথমত: - আর্থিক বিশ্লেষণ, ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং উদ্যোক্তা গুণাবলী। দ্বিতীয়ত: একই সময়ে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবসার সাথে সংযোগ স্থাপন। সংস্থার প্রশিক্ষণ ইউনিট দুটি মৌলিক বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়েছে: গ্রাহকের স্তরে ব্যবসায়ের বিকাশ এবং আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তা তৈরি করতে কারিগরি ও নমনীয় আর্থিক সহায়তা এবং তার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন।

নিম্নবিত্ত নারীগণ যারা ব্যবসা করছেন বা ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছেন, তাদের প্রতিই এই আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর মূল মনোযোগ; কারণ তারাই বাজারের সম্ভাব্য উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ ব্যবসার সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অর্থায়নে পাঁচটি পর্যায়ে এ পর্যন্ত ১,৮০,৯২৩ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দাতাসংস্থার সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এই পর্যায়ে প্রকল্পের অধীনে আরও ১৫,০০০ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সদস্যকে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ব্যবসা বিষয়ক আর্থিক সাক্ষরতা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের সহযোগিতায় বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক গত কয়েক বছর ধরে বাস্তবায়িত "ব্যবসা বিষয়ক আর্থিক সাক্ষরতা" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের দায়িত্ব বহিঃস্থ একটি মূল্যায়নকারী সংস্থাকে দেয়া হয়েছিল। এই ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি গ্রাহকদের উপর বুরো'র এই প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করতে এবং বুরো'র ঋণ কর্মসূচী এবং প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা, মতামত এবং কার্যকারিতা বিষয়ক ফলাফল উপস্থাপন করেছে। প্রভাব পরিমাপক সংস্থাটি গ্রাহক, কর্মী ও সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি কথা বলেছে, যার মধ্যে ৯৯% ছিল মহিলা। তারা একটি দৈবচয়ন নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছে এবং ৫২% এর বেশি গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করেছে।

এই প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নের বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে

- ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিদিনের জীবনে প্রশিক্ষণের গুণগতমান এবং প্রয়োগ ইতিবাচক ছিল।
- গ্রাহকরা জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছেন এবং বাড়িয়েছেন আয় ও পরিবারের ক্ষমতায়ন। ৯২% গ্রাহকদের জীবনমানের "উন্নতি" বা "কিছুটা উন্নতি" হয়েছে।
- বুরো গ্রাহকদের ৭২% গ্রাহক দারিদ্র্য জীবনযাপন করেন; অর্থাৎ বুরোর গ্রাহক নির্বাচন সঠিক পথে রয়েছে।
- এই প্রকল্প বুরো গ্রাহকগণকে ঋণের অর্থ আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করছে।
- বুরোর প্রতি গ্রাহকদের সন্তুষ্টি সামগ্রিকভাবে খুব বেশি ছিল।
- গ্রাহকদের কাছে বুরোর সেবা প্রক্রিয়া চিত্তাকর্ষক; এটি বুরোর প্রভাব এবং গ্রাহক কেন্দ্রিকতা প্রদর্শন করে।
- ৯৩% উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা খুব সহজেই বুরোর একটি ভাল বিকল্প খুঁজে পাবে না। বুরোর উপর তারা অনেক আস্থাশীল।
- ৮৭% গ্রাহক বিশ্বাস করেন যে বুরো অর্থের সংস্থানের জন্য 'খুব ভাল'।
- প্রায় ৫০% গ্রাহক বুরো প্রশিক্ষণে যোগদানের কথা স্মরণ করেছেন, ৯২% প্রশিক্ষণার্থী একমত যে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি প্রথম থেকেই পরিষ্কার ছিল।
- ৮০% গ্রাহক প্রতিদিনের জীবনে কমপক্ষে কিছু প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান প্রয়োগ করেন।
- এই প্রকল্প বুরো গ্রাহকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করেছে। ৫৬% গ্রাহক যারা ব্যবসায়ের জন্য নেয়া ঋণের অর্থ নিজেরা ব্যবহার করেন ; ৯৯% ব্যবসা সম্পর্কিত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পেরেছেন।
- এই প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বুরো'র সহযোগিতায় গ্রাহকদের ব্যবসা পদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
- বুরো'র এই প্রকল্পের কারণে নারী গ্রাহকদের জীবনমানে পরিবর্তন হয়েছে। ৮৯% এর কাছাকাছি মহিলা উন্নত আত্মবিশ্বাস এবং সম্মানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
- ৭৫% গ্রাহক আগামী ২৪ মাসে আরও ঋণ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন।
- ৯৮% গ্রাহক বুরো'র সাথে কোনও সমস্যার মুখোমুখি না হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য সংস্থার সাথে তুলনা করার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় বুরো'র জন্য এটি চমৎকার পারফরম্যান্স।

বুরো ক্রাফট

একটি জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন্মলগ্ন থেকেই বুরো বাংলাদেশ তার সাধ্যমত দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী এবং প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক বর্জ্য যেমন: আনারস পাতা ও কলাগাছের বাকল থেকে আঁশ তৈরি এবং সেই আঁশ থেকে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বুরো বাংলাদেশ দাতাসংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়। সম্ভাবনাপূর্ণ এই প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই কার্যক্রমকে নতুন আঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'বুরো ক্রাফট' নামক একটি উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে আনারস পাতা ও কলাগাছের আঁশজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং প্রসার ঘটানো এই উদ্যোগের প্রথম পর্যায়ের মূল কার্যক্রম।

বুরো ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক আঁশ তথা কৃষি বর্জ্য থেকে আঁশ উৎপাদন শুরু করেছে। এর দ্বারা হস্তশিল্পের কাঁচামালের যোগান পাওয়া যাচ্ছে। টেক্সটাইল এবং ঘরে বানানো হস্তশিল্পে উৎপাদিত এই আঁশ দারিদ্র্য দূরীকরনে এবং কর্মসংস্থানের সহায়ক বলে লক্ষ্য করা গেছে। উপরন্তু এর উৎপাদন খরচ খুবই সামান্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকরী।

এই উদ্যোগের আওতায় প্রাকৃতিক আঁশ থেকে পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে টাঙ্গাইলের মধুপুরে, যেখানে কাজ করছেন একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নারী। শ্রম ও সৃজনশীলতার মিশেলে তারা নিজ হাতে তৈরি করছেন বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্যাদি। এর বাইরেও ভবিষ্যতে 'বুরো ক্রাফট' দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দরিদ্র নারীদের হস্তশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং বিপণনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

ইতোমধ্যে কিছুটা সাফল্যও মিলেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে 'বুরো ক্রাফট' দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। মেলাগুলোতে 'বুরো ক্রাফট'-এর শৌখিন ও ব্যবহার উপযোগী পণ্যগুলো সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে দর্শক ও ক্রেতাদের মাঝে। আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে, ইতোমধ্যে এ সকল প্রাকৃতিক আঁশ এবং আঁশজাত পণ্যের সীমিত রপ্তানী অর্ডারও পাওয়া গিয়েছে।

বুরো হেলথ কেয়ার

সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করতে বুরো বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছে বুরো হেলথ কেয়ার প্রতিষ্ঠা। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে টাঙ্গাইল শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০১৮ সালের প্রথম প্রান্তিক থেকে কাজ শুরু করেছে বুরো হেলথ কেয়ার। একটি সুপরিসর স্থানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এবং চিকিৎসার সকল সুবিধা সন্নিবেশিত করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে মানসম্মত সেবা প্রদান করছে এই কেন্দ্রটি। উন্নত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষার সকল সুযোগ রাখা হয়েছে এখানে। এই কেন্দ্রে সাধারণ মানুষকে স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে, এখানে বুরোর সদস্যগণ ও কর্মীসহ তাদের পরিবার অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

বর্তমানে সম্প্রসারিত হাসপাতাল সেবার লক্ষ্যে বুরো হেলথ কেয়ার-এ ইতোমধ্যে স্ত্রীরোগ, হৃদরোগ, চর্মরোগ, শিশুরোগ, জেনারেল মেডিসিন ও সার্জারীসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে এবং তারা রোগীদের কার্যকর চিকিৎসা সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। এছাড়া সকল প্রকার বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোকেমিস্ট্রি পরীক্ষার সুবিধাও চালু রয়েছে। আরও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং সেবাসমূহ প্রসারিত করতে আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে এ বছর বুরো হেলথ কেয়ারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া এই কেন্দ্রের প্রতি গ্রাহক এবং রোগীদের আস্থা বাড়াতে এবং চিকিৎসা সেবা ও সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য পূর্ণকালীন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়েছে।

অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বুরো হেলথ কেয়ারে সকল ধরনের মেডিকেল পরীক্ষার ফি শহরের অন্যান্য ক্লিনিকের চেয়ে ৪০% কম ধার্য করা হয়েছে। এ বছরের মাঝামাঝি ডেঙ্গু রোগের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবের সময় ভীত সন্ত্রস্ত প্রচুর সংখ্যক সাধারণ মানুষকে স্বল্প মূল্যে ডেঙ্গুর প্রাথমিক সনাক্তকারী পরীক্ষাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করে এই কেন্দ্রটি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বুরো প্রত্যক্ষ করেছে, কেবল আর্থিক সহায়তাই যথেষ্ট নয়, মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিগত দুই দশক যাবত বুরো শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ খাতে সম্ভাব্য সহায়তা সম্প্রসারিত করে চলেছে যাতে জাতির জন্য উল্লেখযোগ্য হারে মানবসম্পদ গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দরিদ্র পরিবারের অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিরবচ্ছিন্ন এবং অব্যাহত রাখার স্বার্থে বুরো তার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগীতা প্রদান করা হচ্ছে।

বুরো'র অতীত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য চলমান রয়েছে: ১. দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং ২. তাদের অভিভাবকদের কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। প্রতিবছর দরিদ্র পরিবারের ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এই বৃত্তি ২ বছরের জন্য ভোগ করছে। শিক্ষা সহায়তায় সংযুক্ত থাকছে – টিউশন ফি, ভর্তি ফি, বইপত্র, ২ সেট পোশাক, হোস্টেল ফি এবং যাতায়াত ব্যয়। ভবিষ্যতে এসকল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যয়: বুরো বাংলাদেশের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বুরো বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে। সাথে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক উন্নয়ন কর্মীর সুশৃংখল এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। দেশের উন্নয়নে নীরবে কর্মরত এসকল কর্মীরা একইসাথে কর্মদক্ষ ও সৃজনশীল। তাদের নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময় এবং ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে একটি অভ্যন্তরীণ প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তায় ২০১৫ সাল থেকে বুরো বাংলাদেশ 'প্রত্যয়' নামে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করে চলেছে। এছাড়াও এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাফল্যগাঁথা, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং দরিদ্র নারী পুরুষের ক্ষমতায়নের তথ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে এটি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। মূলত: প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশ 'প্রত্যয়' প্রকাশ করছে। বুরো বাংলাদেশের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা প্রত্যয়-কে পর্যায়ক্রমে দেশের বেসরকারী উন্নয়ন খাতের মুখপত্র হিসাবে আরও বৃহৎ কলেবরে প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

নতুন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোডাক্ট উন্নয়ন

সময় বদলে যাবার পাশাপাশি মানুষের রুচিতে, আচারে এবং মনোজগতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই বিষয় বিবেচনায় রেখে বুরো ক্রমাগত নতুন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সেক্টরে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবনের মাধ্যমে কর্মসূচীকে সংগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বুরো'র প্রথাগত বিধান অনুযায়ী প্রচলিত কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সংগঠনকে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে আর্থিক সেবা

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান এখনও অব্যাহত। বরং বলা যায় এ খাতের অবদান আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। কৃষিতে উদ্ভাবন এবং ক্রমাগত সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অর্জন সম্ভব করে তোলা যায়। বুরো বাংলাদেশ কৃষি উদ্যোক্তাদের এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কৃষক সমাজ ও তাদের নতুন নতুন কৃষি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর আওতায় তাদের এনে আর্থিক ও কারিগরি সেবা ও সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই)

গ্রাহকের তরফ হতে নতুন নতুন চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে বিত্তবান উদ্যোক্তাদের বাইরে অবস্থানরত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরও বুরো আর্থিক সহায়তা করে চলেছে। ধাপে ধাপে এসএমই উদ্যোক্তারা কৃষি ও অ-কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কৃষি খাতকে আরো বিকশিত পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। বুরো এসএমই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরের বাজার সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যের আদান-প্রদান ঘটানোর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। বুরো আর্থিক জ্ঞান এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। যুব বয়সী নারীদের ব্যবসায় অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ।

গ্রাম এবং শহরে জনসংখ্যা অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সমাজে অর্থ, পণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদাও বাড়ছে। এই সম্প্রসারিত চাহিদা মেটাতে এসএমই অনন্য ভূমিকা রাখছে। বুরোর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এসএমই কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাস করা।

মাইক্রোফিন্যান্স খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা

ইতোমধ্যে বুরো বাংলাদেশকে অন্যতম বৃহৎ মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। ক্রমাগতভাবে সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি এবং জটিলতামুক্ত লেনদেনের সুবাদে সংস্থাটি অতি দ্রুততায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে। বুরো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ও মাইক্রোফিন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটির কাছেও অনস্বীকার্য প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে। সরকার কর্তৃক এমএফআই বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে বুরো বরাবর সক্রিয় থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও বিভিন্ন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আরও বেশি এমএফআই বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাবে।

বুরো বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী

উন্নয়ন সংস্থা

unicef
United Nation Children's Fund

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

THE WORLD BANK

WFP
World Food Programme

UNCDF

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

EUROPEAN UNION

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

DFID
Department for International Development

Canada

JICA

giz
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Australian AID

Sida
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

care

water.org

Michael & Susan Dell FOUNDATION

ADVIN

OPPORTUNITY International
AUSTRALIA

MetLife

FLAG

pact

Strømme Microfinance

SDC

SAP-Bangladesh

দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Standard Chartered · citibank · HSBC · State Bank of India · Bank Alfalah · COMMERCIAL BANK · NBP · HBL

কৌশলগত সহযোগী

MasterCard · MicroSave · bKash · BANKERS without BORDERS A GRAMEEN FOUNDATION INITIATIVE

রেমিটেন্স সহযোগী

WESTERN UNION moving money for better · cbl money transfer · Ria MONEY TRANSFER · B A Exchange (UK) · MoneyGram · AL JADEED EXCHANGE · prabhu Money Transfer · MERCHANTRADE · WORLDWIDE CASH EXPRESS MONEY TRANSFER · XPRESS MONEY simple.fast.safe GLOBAL MONEY TRANSFER · Placid Express Worldwide Money Transmitter · TRANSFAST Worldwide Money Transfer · Asia Express Exchange Oman

এক নজরে বিগত পাঁচ বছরের চিত্র (৩০জুন অনুযায়ী)

	বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
ক.	**প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলী**					
	জেলার সংখ্যা	৬১	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪
	উপজেলার সংখ্যা	৪০৩	৪০৬	৪৩২	৪৫৬	৪৮২
	ইউনিয়নের সংখ্যা	৩,৪৮৯	৩,৫২৪	৩,৭১০	৩,৯১১	৪,৩০৯
	গ্রামের সংখ্যা	৩০,২০১	৩৩,০৯৯	৩৬,২৪৮	৩৯,৬৩৯	৪০,৭৭০
	শাখার সংখ্যা	৬৪০	৬৪৮	৭১২	৮০২	১,০২৭
	মোট কর্মী	৫,৭৩৬	৬,১৭৯	৬,৭২৬	৭,৪৬৪	৯,৭৮২
	সংস্থা ত্যাগকৃত কর্মীর হার	১১%	৭%	৪%	৬%	৮%
	গ্রাহক / সদস্য সংখ্যা	১,২৬৯,৪১১	১,৩৫৬,৫৭২	১,৪৪৯,০৮৫	১,৫১২,৪৮৯	১,৬৬২,৬৮৯
	সংস্থা ত্যাগকৃত গ্রাহকের / সদস্যের হার	৪%	৩%	৪%	৬%	৪%
খ.	**সঞ্চয় পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)**					
	বাৎসরিক সঞ্চয় জমা	৪,৮১৮	৬,২৫১	৮,২১১	৯,৫৩৭	১৩,৫৩৯
	ক্রমপুঞ্জীভূত সঞ্চয় জমা	২৪,৯১৯	৩১,১৭০	৩৯,৩৮১	৪৮,৯১৮	৬২,৪৫৭
	বাৎসরিক সঞ্চয় উত্তোলন	৩,৬০৯	৪,২৫৫	৫,৫৭১	৭,২১৭	৮,৭৮৮
	ক্রমপুঞ্জীভূত সঞ্চয় উত্তোলন	১৯,২২৩	২৩,৪৭৮	২৯,০৫১	৩৬,২৬৮	৪৫,০৫৬
	সঞ্চয় পোর্টফোলিও	৫,৬৯৬	৭,৬৯২	১০,৩৩১	১২,৬৫০	১৭,৪০১
	সঞ্চয় পোর্টফোলিও বৃদ্ধি	২৭%	৩৫%	৩৪%	২২%	৩৮%
	গ্রাহক/ সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয় (টাকায়)	৪,৪৮৭	৫,৬৭০	৭,১২৯	৮,৩৬৩	১০,৪৬৫
	ঋণ পোর্টফোলিওতে সঞ্চয়ের হার	৩৫%	৩১%	৩২%	৩২%	২৯%
গ.	**ঋণ পোর্টফোলিও (মিলিয়ন টাকায়)**					
	বাৎসরিক ঋণ বিতরণ	২৬,৩০১	৩৯,৫১৫	৫৪,৩৯৪	৬৩,৩৪৬	৯১,৪৮৫
	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	১৩০,১৭৬	১৬৯,৬৯১	২২৪,০৮৫	২৮৭,৪৩১	৩৭৮,৯১৬
	বাৎসরিক ঋণ আদায়	২৩,৫৫৯	৩১,৫৪৮	৪৬,০৪৮	৫৭,০৮৫	৭০,৯৫৩
	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়	১১৩,৭১০	১৪৫,২৫৮	১৯১,৩০৬	২৪৮,৩৯১	৩১৯.৩৪৪
	ঋণ পোর্টফোলিও	১৬,৪৬৬	২৪,৪৩৩	৩২,৭৭৯	৩৯,০৪০	৫৯,৫৭২
	ঋণ পোর্টফোলিও বৃদ্ধি	২০%	৪৮%	৩৪%	১৯%	৫৩%
	ঋণীর সংখ্যা	৮৩৯,১৮৩	৯২১,৯২৪	৯৫৩,৯৬৪	১,০১৭,১৩৬	১,১৭২,৮৭৩
	ঋণী সদস্য / গ্রাহকের অনুপাত	৬৬%	৬৮%	৬৯%	৬৭%	৭১%
ঘ.	**টেকসই অবস্থা / লাভজনকতার সূচক সমূহ**					
	মূলধন থেকে আয় (ROE)	৩০%	৩৬%	৩৫%	৩৩%	২৭%
	সঞ্চালিত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয়ের হার (Return on Performing Assets)	২৫%	২৪%	২৫%	২৫%	২৩%
	পরিচালনাগত আত্মনির্ভরশীলতা	১৩০%	১৪৭%	১৪৭%	১৫৪%	১৪৫%
	অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা	১২৬%	১৪২%	১৪১%	১৪৯%	১৪৩%
	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (নীট অর্থনৈতিক মার্জিন)	৮.১৯%	৯.৬১%	৯.৪৭%	১১.০৪%	৯.৬৫%
ঙ.	**পোর্টফোলিওর মান**					
	সময়ানুযায়ী আদায় হার (ওটিআর)	৯৬.৮১%	৯৭.২৫%	৯৮.৬৩%	৯৮.১৬%	৯৭.৯৩%
	ক্রমপুঞ্জীভূত আদায় হার (সিআরআর)	৯৯.১৭%	৯৯.২২%	৯৯.৩৮%	৯৯.৩৯%	৯৯.৩৮%
	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের হার-পি এ আর (>৩০দিন)	৩.৩১%	২.৬২%	২.৩৮%	৩.৩৭%	৩.২৪%
	ঝুঁকি কভারেজের হার	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
	কু-ঋণ সঞ্চিতির হার	৩.৬১%	৩.১৬%	২.৬৮%	৩.৩২%	৩.৩০%
	অবলোপনের হার	০.৬৮%	০.৩৯%	০.৭০%	০.৪৪%	০.৪৪%
চ.	**সম্পদ / দায় ব্যবস্থাপনা**					
	Yield on Gross Portfolio	২৫%	২৪%	২৫%	২৫%	২৪%
	Current Ratio বর্তমান / চলতি হার	৪০৭%	৫১৪%	৫৭৫%	৬৪৫%	৮০৫%
	Financial Cost Ratio আর্থিক ব্যয়ের হার	৭.২৫%	৬.৪৮%	৬.১৪%	৫.৯০%	৬.৩৮%
	মোট সম্পদে বার্ষিক বৃদ্ধির হার	১৭%	৪৩%	৩৫%	২২%	৫০%
ছ.	**Leverage**					
	Debt to Equity ইক্যুয়িটিতে ঋণের হার	২.৮০	২.৬৬	২.৩৪	১.৭৫	২.০৭
	ঋণ সেবা কভারেজের হার	১.১৫	১.৩৭	১.৩৬	১.৬৩	১.৪৩
	Capital Adequacy Ratio মূলধন পর্যাপ্ততার হার	২১.০৫%	২১.৩৬%	২৩.৩৪%	২৯.৩৮%	২৬.৭৭%
জ.	**দক্ষতা / উৎপাদনশীলতা**					
	লোন অফিসার প্রতি গ্রাহক সংখ্যা	৩৮৫	৩৩৭	৩৪২	৩২৩	৩৫৫
	লোন অফিসার প্রতি ঋণ পোর্টফোলিও(ঋণ-টাকায়)	৪,৯৯৫,৭৩৪	৬,০৬৫,৮৩৪	৭,৭২৯,০১১	৮,৩৪২,০২১	১২,৭১৫,৫২২
	লোন অফিসার প্রতি সঞ্চয় পোর্টফোলিও (সঞ্চয়-টাকায়)	১,৭২৮,০৩৪	১,৯০৯,৪৫৪	২,৪৩৫,৮৬৭	২,৭০২,৮২৯	৩,৭১৪,১৪৭
	গড় ঋণ বিতরণের আকার (টাকায়)	২৯,৩৪৭	৪০,৭৫৩	৫২,৮৭০	৬১,২৬৯	৭৮,০২১
	গড় অবশিষ্ট ঋণের আকার (টাকায়)	১৯,৬২১	২৬,৫০২	৩২,৭৯৫	৩৮,৩২০	৫০,৭৬৩
	টাকা প্রতি ঋণ বিতরণ খরচ	০.০৫	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৪
	পরিচালনা ব্যয়ের হার	৯.৫৬%	৮.৩৪%	৯.৩৯%	৮.৩৪%	৭.৫৫%

BURO
Bangladesh

বাড়ি- ১২/এ, ব্লক- সিইএন (এফ)
রোড- ১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন- ৮৮-০২-৫৫০৫৯৮৫৯, ৮৮-০২-৫৫০৫৯৮৬০-৬২
ই-মেইল- buro@burobd.org
ওয়েব- www.burobd.org